تقرير المباني

شرح

مختصر المعاني

تقرير المباني
شرح
مختصر المعاني

الإفادة
معين الدين حفظه الله تعالى

الجزء الأوّل

الناشر
مكتبة ابن المبارك

تقرير المباني

شرح

مختصر المعاني

মূল : আল্লামা সাক্কাকী রহ. (৫৫৫-৬২৬ হি.)

তালখীস : খতীব কাযউইনী রহ. (৬৬০/৬৬৬-৭৩৮ হি.)

শরাহ্ : আল্লামা তাফতাযানী রহ. (৭২২-৭৯১ হি.)

তাকরীর : মোঃ মুঈনুদ্দীন হাফিজাহুল্লাহ

টাইপ : মোঃ রায়হান

প্রচ্ছদ : আনাস সিদ্দীক

প্রকাশক : মাকতাবাতু ইবনিল মুবারক

প্রকাশকাল : শাবান ১৪৪৫ হিজরী

পরিবেশনায় : মাকতাবাতুল মদিনাহ, কওমী মার্কেট, (২য় তলা), দোকান নং ১৬ ,৬৫/1 প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, ০১৮৩৪৭১৫৭৪২

সর্বপ্রকার যোগাযোগ : ০১৭২৫৫৬৬৩৭৬

মূল্য : অফ হোয়াইট (বোর্ড বাঁধাই) ১১০০(এগার শ) টাকা মাত্র।
হোয়াইট-প্রিন্ট (নরমাল বাঁধাই) ৮৫০ (আটশ পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

আল-ইহ্দা

আমার বাবার জন্যে, যিনি আমাকে কতইনা উত্তম আদব শিখিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে হেফাজত করুন এবং তাকে সে-সকল বিষয়ের তাওফীক দান করুন যাতে আছে তার পছন্দ ও সন্তুষ্টি।

এবং আমার সম্মানিতা মায়ের জন্যে, যিনি আমাকে কতইনা উত্তমভাবে লালন-পালন করেছেন। আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন এবং তার হায়াতে বরকত দান করুন।

এবং আমার পরম কৃতজ্ঞতার পাত্র শ্রদ্ধেয়া আপুজানের প্রতি, যার আন্তরিক ইচ্ছার অছিলায় আজকে এই কিতাবটি পাঠক সমাজের সামনে পেশ করার সুযোগ পাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা তাকে এবং তার ও আমাদের পরিবারের সকলকে কবুল করেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াব করেন।



(১) সংক্ষিপ্ত কিন্তু তথ্যবহুল ফন্নী আন্দাজে লিখিত একটি মুকাদ্দিমা।

(২) খুতবায় مجاز ও استعارة-এর আলোচনাগুলো পরিপূর্ণ ইজরায়ের পদ্ধতিতে লিখা হয়েছে।

(৩) যারা শব্দে-শব্দে অর্থ বুঝে প্রতিটি বাক্যের তরজমা উঠাতে চান তাদের জন্য এটি অনন্য একটি শরাহ্।

(৪) পূর্ণ কিতাবটি দরস-দরস করে সাজানো হয়েছে।

(৫) প্রতিটি দরসে মতন ও মতনের তরজমা প্রথমেই পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৬) তরজমাগুলো ইবারতের পাশাপাশি নাম্বারিং করে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৭) প্রতিটি দরসে ছোট্ট করে একটি শিরোনাম দেওয়া হয়েছে —যার মাধ্যমে পূর্ণ দরসটির সারনির্যাস একটি মাত্র বাক্যে আমাদের মাথায় চলে আসবে।

(৮) প্রতিটি দর্সে সর্বমোট আলোচনা কয়টি তা উল্লেখ করে পরবর্তিতে এক-এক করে প্রতিটি আলোচনা উল্লেখ করা হয়েছে —ফলে প্রতিটি ইবারতের 'মূল উদ্দেশ্য' বুঝা অত্যন্ত সহজ হয়েছে।

(৯) প্রতিটি দরসে বালাগাতের সাথে সম্পৃক্ত আলোচনাগুলো প্রথমেই আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

(১০) প্রতিটি দরসের আলোচনাকে আয়ত্তের সুবিধার্থে প্রথমে সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করে পরবর্তিতে তার তাফসীল করা হয়েছে।

(১১) প্রতিটি দর্সে মূল আলোচনা আর প্রাসঙ্গিক আলোচনাগুলো চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে।

(১২) প্রতিটি দরসের মুশ্কিল ইবারতগুলো পৃথকভাবে উল্লেখ করে সহজ ফন্নী ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

(১৩) এটি গতানুগতিক ধারার প্রচলিত অন্যান্য বাংলা নোটগুলোর মত নয় বরং পূর্ণ শরাহর হাইসিয়্যাতে লিখিত।

(১৪) অন্যান্য শরাহগুলোতে সাধারণত যে কঠিন বিষয়গুলো এড়িয়ে যাওয়া হয় এখানে সে কঠিন জায়গাগুলো বিশেষভাবে হল্ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

(১৫) যথাসম্ভব পরিভাষাগুলো নিজস্ব ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে —যার কারণে অন্যান্য বাংলা শরাহগুলোতে সাধারণত যে বিড়ম্বনা পোহাতে হয় তা এখানে হবেনা ইনশাআল্লাহু তা'আলা।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য; কারণ তিনি আমাকে এমন এক ফনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার তাওফীক দান করেছেন —যার উদ্ভাবন-ই হয়েছিলো তাঁর মহান কালাম আল-কোরআন বোঝার জন্যে এবং যিনি আমাদের সম্মানিত করেছেন এমন আজীম কিতাবের মাধ্যমে যার সাহিত্য সকল ভাষার সাহিত্য সম্রাটদের সাহিত্যকে ম্লান করে দিয়েছে এবং দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক ঐ কারীম নবীর উপর —যিনি ছিলেন দুনিয়ার বিশুদ্ধ-ভাষীদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট এবং যার অছিলায় আল্লাহ্ আমাদের ধন্য করেছেন সর্ব-যুগের সর্বভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মাধ্যমে।

হাম্‌দ ও সালাতের পর প্রিয় পাঠক সমীপে কিছু আরজি আরজ করতে চাই। প্রথমেই একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো— 'কেন এই বাংলা শরাহ্'? আমি যদি নিজের ব্যাপারে বলি তাহলে বলবো— আলহামদুলিল্লাহ্, পড়া-শোনার অনেকটা শুরু থেকেই আমি বাংলা শরাহ্-শুরুহাতের ব্যাপারে একেবারেই অনাগ্রহী ছিলাম। এমনকি পরীক্ষায় ভালো করার জন্যে পরীক্ষার আগ মুহুর্তেও একটুর জন্য বাংলা কোনো শরাহ্ বা নোট থেকে বিশুদ্ধ তরজমা শিখার জন্য ঐগুলো হাতে নিতাম না। কারণ, আমার বিশ্বাস ছিলো—এখনোও আছে—বাংলা শরাহ্ আমার ইস্তে'দাদের ক্ষেত্রে বিষতুল্য, বাংলা শরাহ্ আমার ইল্‌মী যোগ্যতা ধ্বংস করবে। সেই বিশ্বাস থেকে এখনও আমি ছাত্রদেরকে বাংলা শরাহ্ পড়তে নিষেধ করে থাকি। সব সময়ই আমি এর ঘোর বিরোধী ছিলাম, আছি, থাকবো ইনশাআল্লাহ্। আরিকটি কথা বলে রাখি— আমাদের ছাত্ররা বাংলা শরাহ্গুলো যেভাবে পড়ে ও ব্যবহার করে, কেউ যদি উর্দূ শরাহ্ও ঐ ভাবেই পড়ে, তাহলে আমি সেটারও সমান বিরোধী; কারণ আমার দৃষ্টিতে উভয়টির ক্ষতি সমান ও বরাবর।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, তারপরও আমি কেন এই বাংলা শরাহ্ লিখলাম? এর দু'টি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে প্রথম ও মূল কারণ হলো, 'শারেহ্ (রহ.)-এর খোতবা ও তার বিশেষ পদ্ধতির পাঠদান'। আমাদের এই উপমহাদেশে অনেক আগ থেকেই এই খোতবাটি অলংকারিক দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠদান পদ্ধতি চালু আছে। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ মাদরাসায় এই খোতবাটি যেভাবে পড়ানো হয়, তাতে খোতবাটি ছাত্রদের কাছে অনেক ভারি ও জটিল এবং কষ্টসাধ্য হলেও বাস্তবে তা ফলাফল শূন্য। এর দ্বারা তাদের সামান্য ইস্তি'দাদ বৃদ্ধি পায় বলে মনে হয়না। তো আমি অনেকদিন যাবৎ ভাবছিলাম—'কীভাবে এর পাঠদান মুফীদ ও ফলপ্রসূ করা যায়। অতঃপর যখন আল্লাহ্ তা'আলা তার বিশেষ অনুগ্রহে এই বিষয়টি আমার নিকট খুললেন এবং আমি অনুভব করলাম— যদি খোতবাটি আমার কল্পিত সেই পদ্ধতিতে পড়ানো যায়, তাহলে ইনশাআল্লাহ্ খোতবার দর্‌সগুলো উলূমুল বালাগাতের উত্তম তামরীন হবে। পাশাপাশি এটাও চিন্তায় আসলো যে, যদি দর্‌সগুলো সংকলন করা যেত; তাহলে ফায়দা আরো ব্যাপক ও স্থায়ী হতো আল্লাহ চাহে-তো। সে থেকেই মূলত লিখার চিন্তা ও ভাবনা। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর ইচ্ছায় হয়েছেও তাই। দেখা গেছে— যেই ছাত্রদেরকে উদ্দেশ্য করে দর্‌সগুলো দেয়া হয়েছে— তাদের যারা এর যথাযথ কদর করেছে— তারা মাকামাতে হারীরী ও কোরআনে কারীমের অনেক مجاز ও استعارة নিজ থেকেই বুঝতে শুরু করেছিলো। ولله الحمد। যা ছিলো আমাদের জন্য শুধুই কল্পনা আর স্বপ্ন। তাই আমি আল্লাহর যাতের উপর ভরসা করে বলতে পারি— ইনশাআল্লাহ্ ছুম্মা ইনশাআল্লাহ্ শরাহর এই অংশটি সকলের জন্যই মুফীদ ও উপকারী হবে। এমনকি যারা নতুন উস্তাদ, তারাও এ থেকে ভরপুর উপকৃত হতে পারবেন ইনশাআল্লাহ্। (তবে প্রয়োজন ধৈর্য ও পড়ার সঠিক পদ্ধতি)

দ্বিতীয় কারণ যা কিতাবের বাকি অংশ শরাহ্ করার মূল কারণ। তা আর কিছু নয়, তাফতাযানী (রহ.)-এর প্রতি আমার সেই ছোটবেলা থেকে অন্তরের টান ও আকর্ষণ। হয়তো-বা তাঁর প্রতি এই মুহাব্বতই তাঁর কিতাব থেকে আমাকে যৎসামান্য উপকৃত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। যেখানে সবার এই কিতাবের প্রতি একটা ভয় ও

অনাগ্রহতা কাজ করত, সেখানে আমি আলহামদুলিল্লাহ্, শুরু থেকেই এক ধরণের ইশকানা ভাব নিয়ে এই কিতাবটি পড়াতাম। আলহামদুলিল্লাহ্ তার উত্তম বিনীময়ও আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে দিয়েছেন। সেই ভালোবাসা আর টানের কারণেই যখন আমি কিছু মানুষকে বলতে শুনতাম 'মুখতাসারুল মা'আনী পড়ে আর কিছু শিখা যাক-বা-না-যাক, বালাগাত শিখা যায় না', তখন আমার দিলটি ভেঙ্গে চির-চির হওয়ার উপক্রম হত। কী?! আল্লামা তাফতাযানী (রহ.)-এর মুখাতাসারুল মা'আনীর ব্যাপারে এই কথা! তাই আমি ইচ্ছা করলাম— মুখাতাসারুল মা'আনীর এমন একটি শরাহ্ লিখবো, যেখানে তার বালাগী আলোচনাগুলো পৃথকভাবে উল্লেখ করা হবে এবং অতিরিক্ত زوائد - فوائد পৃথকভাবে উল্লিখিত হবে। যেন ইল্মুল বালাগাতের সাথে সম্পৃক্ত মূল আলোচনাগুলো সহজেই সবাই বুঝে নিতে পারে এবং পরবর্তীতে زوائد - فوائد পড়ে আকলবানগণ তাদের আকল ধার করতে পারে।

—তাই বলতে চাই কেউ যদি এই শরাহ্টিকে গতানুগতিক অন্যান্য বাংলা-নোটগুলোর মত মনে করেন, তাহলে অবশ্যই তা আমাদের প্রতি অবিচার ও যুল্ম বৈ কিছুই হবে না, আর কোনো ভাই যদি এটিকে এমনি মূল্যায়ন করেন তাহলে বলবো— 'তা আপনার নিজের প্রতিই অবিচার হবে'। কেউ বলতেই পারেন— 'আপনি এখানে এমন কী কাজটাই-বা করেছেন যে, তা মূল্যায়ন না-করলে নিজেদের প্রতি অবিচার হয়ে যাবে'? বাস্তবেই জনাব! নাচিজ এখানে এমন কিছুই করতে পারেনি, তবে হ্যাঁ, সে অবশ্যই মৃতপ্রায় শুকনো গাছের গোড়ায় পানি সেঁচ করার চেষ্টা করেছে— তার পানিই কতটুকুন! আবার সেঁচ!!! — সে সামান্য আওয়াজ দেয়ার চেষ্টা করেছে। আর এখনো সেই চেষ্টাতেই আছে যেন আপনাদেরকে সেই আওয়াজের গুরুত্ব বুঝিয়ে একটু শুনাতে পারে।

কার অজানা! কোরআনে কারীম বুঝবার ক্ষেত্রে ইল্মুল বালাগাতের গুরুত্ব যে কতখানি? কত অসীম? সে-কথা বলে বুঝাবার মত নয়। তা তো সেই বুঝতে পারে যে এই ফনের চশমায় কোরআনকে দেখেছে। بسم الله থেকে শুরু করে এমন কয়টা আয়াত পাওয়া যাবে যার স্বাভাবিক ভাব-মর্ম, মর্মের জোরালোতা ও গভীরতা ইল্মুল বালাগাহ্ ছাড়া বুঝে আসে! যারা এই ফনের সাথে সামান্য সম্পর্ক গড়ার পর এই ইল্মের ভাঙ্গা-চুরা একটি চশমা চোখে দিয়ে হলেও «كشاف» আর «تفسير بيضاوي»-এর মত তাফসীর গ্রন্থগুলো মুতালা'আ করেছেন বা করতে পারবেন, তারাই হয়তো-বা বুঝতে পারবে আসলে এই ইল্ম ছাড়া একজন ব্যক্তি কোরআনে কারীম বুঝার ক্ষেত্রে কতটা অসহায় এবং নিস্ব।

—আমরা যখন কোরআন-তরজমা পড়ি তখন আমাদের মনে হয়, 'হ্যাঁ আমিও তো কোরআন বুঝতেছি আর তাফসীরের কোনো কিতাব পড়তে পারলে তো কথাই নেই— 'কে আমাকে বলতে পারে আমি কোরআন বুঝি না'? তখন আমাদের ধারণা-না-শুধু বরং বাকায়দা ইল্ম অর্জন হয়ে যায় যে, 'এ সমস্ত মানতেক-বালাগাতের কী প্রয়োজন? তা ছাড়াই তো আমরা কোরআন-হাদীস বুঝতেছি'। যারা এই সমস্ত ইল্মের কথা বলে তাদের কথাগুলো আমাদের কাছে অবাস্তব ও অনর্থক মনে হতে থাকে, তবে ছোটোবেলা থেকেই উস্তাদে মুহ্তারামের বরকতে একটা বিশ্বাস ছিলো, 'কোরআন বুঝার ক্ষেত্রে এই ইল্মের গুরুত্ব আছে—যদিও আমি তা বুঝতেছি না'। আমার বিশ্বাসকে আমি এই বলে জোরালো করতাম যে, 'পূর্বসূরীরা—যারা সময়ের প্রতি কতটা যত্নবান ছিলেন, তা কারো অজানা নয়— একমাত্র কোরআন বুঝার জন্য এই ইল্মকে আবিষ্কার করেছেন এবং যুগ-যুগ ধরে এই ইল্মের চর্চা করে আসছেন। যদি এর গুরুত্ব না থাকত কখনই তারা এমনটা করতেন না, অবশ্যই এর গুরুত্ব আছে। তাই শুরু থেকেই এই ফনটি ফনের মত করে—যেন আমি এর সাহায্যে কোরআন বুঝতে পারে—পড়ার চেষ্টা করতাম। আলহামদুলিল্লাহ, এই ফনের সামান্য আলোসহ দীর্ঘদিন «تفسير بيضاوي»-এর পাঠদানের সুবাধে আমার এতটুকুন বুঝে আসছে যে, এই ফনের আলো ছাড়া কোরআনে কারীমের যথাযথ সাবলীল তরজমা বুঝাও সম্ভব নয়—যা আগে বুঝতাম তা আসলে বুঝ ছিলো না, বরং বুঝের ওহাম ছিলো। নিখুঁত ছিলো না বরং ত্রুটি-

যুক্ত ছিলো। বাস্তবতা হলো, আমদের যাদের কাছে এই চশমা নেই তারা বুঝতেই পারবে না যে বাস্তবে আমি যা বুঝতেছি তা সঠিক না-ভুল, বিশুদ্ধ-না-অশুদ্ধ।

—কোরআনে কারীমের প্রতিটি আয়াতে বরং প্রতিটি শব্দে-শব্দে যে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয় —তা হলো, 'কোরআন যে বিষয়ে কথা বলে ঐ বিষয়টি যেভাবে বলা দরকার, ভাব ও মর্ম যতটা গভীর ও জোরালো হওয়া দরকার, কোরআন ঠিক সেই মাপে ও ওজনে কথা বলে'। আমি আল্লাহ্ তা'আলার যাতের উপর ভরসা করে বলতে পারি— যে ইল্‌মুল বালাগাহ্ জানবে না, এটাকে হৃদয়ঙ্গম করবে না, সে আর কিছু বুঝুক-আর-না-বুঝুক 'কোরআনের এই বিষয়টি বুঝতে পারবে না'। কোথায় 'জোরালোভাব' আছে এটাই বুঝবে না, এটা-তো অনেক পরের কথা যে, জোরালোতার মাপ-পরিমাপ বুঝবে। আর এটাই যে-কোনো কথার একমাত্র উপাদান যার মাধ্যমে কথাটি শ্রোতাদের দিলের গভীর থেকে গভীরে পৌঁছে। আবার কিছু কথা এমন হয়, যা মানুষের কানই শুনতে চায় না অন্তর কবুল করবে তো পরে।

তাই বলি— মুখতাসারুল মা'আনীর দর্‌সগুলোতে বান্দা এই ইল্‌মের সাধারণ একজন আশিক হিসেবে ছাত্রভাইদেরকে এই ফনের যৎসামান্য গুরুত্ব বুঝানোর চেষ্টা করেছি। এখানে আমাদের চেষ্টা বাস্তবেই একেবারে সামান্য—শুধু একটু আওয়াজ মাত্র, এ ছাড়া কিছুই নয়। এই আওয়াজটি যদি কেউ শুনত!!! আছে কি কোনো সৎসাহসের অধিকারী?!!

—শুধু গুরুত্ব বুঝানোর জন্য যতটুকু আলোচনা না করলেই নয়। তবে এতটুকু আলোচনাও যদি কেউ দিলের কান খোলা রেখে এই ইল্‌মের গুরুত্ব ও মুহাব্বতসহ বার-বার পড়ে ও বুঝার চেষ্টা করে তাহলে ইনশাআল্লাহুল আযীয সে এই ফনের গুরুত্বই শুধু বুঝবে না; বরং এই পথে চলার সামান্য পাথেয়সহ বিশাল এক মহাসড়কের সন্ধান খুঁজে পাবে।

—তাই প্রথমেই আরজ করেছিলাম—কেউ এই শরাহ্‌টিকে গতানুগতিক কোনো বাংলা-নোট মনে করবেন না। তবে আমি পাঠক ভাইদেরকে এও জানিয়ে দিতে চাই— আমি এই ফনের কোনো মানুষ নই, মাহের বা জাননেওয়ালা হওয়া তো পরে। আবার লিখা-লিখিও আমার কাজ না, —এই ময়দানের আমি না। তাই পাঠক বলতেই এখানে অনেক ত্রুটি ও খামি দেখতে পাবেন। আমি প্রথমেই বলেছি, আমি আপনাদেরকে এই ফনের সাথে বাস্তব ও প্রয়োগিকভাবে একটু পরিচয় করিয়ে দিতে সামান্য চেষ্টা করেছি মাত্র, তাই সবাই ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখলেই ভালো হবে। فما أصبتُ فمن الله وما أخطئتُ فمنّي ومن الشيطان। আর হিতাকাঙ্খীগণ কল্যাণ কামনার ইচ্ছায় ভুলগুলো ধরিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ থাকবো ইনশাআল্লাহ্।

আমার মুখতাসারুল মা'আনী পাঠ দানের তৃতীয় বছর। আমার সামনে এ কিতাবের যে সকল ছাত্ররা উপস্থিত, তাদেরকে নিয়ে শুরু থেকেই আমার বহু আশা ও স্বপ্ন। আরো দু'বছর আগের কথা, যখন সবে-মাত্র আমি দ্বীনি ইল্‌ম পাঠদানের খিদমতের ময়দানে প্রবেশ করি। ঐ বছর-ই আমার তাক্‌সীমে মুখতাসারুল মা'আনী আসে। তখন তারা পড়ত হেদায়াতুন্নাহু। আমি যখন তাদেরকে হেদায়াতুন্নাহু পড়াতাম, তখন থেকেই আমি ভাবতাম তাদেরকে আমি মুখতাসারুল মা'আনী পড়াবো এবং আল্লাহ চাহেতু খুব ভালো ভাবেই পড়াবো। আল্লাহর কিতাব তার সাহিত্যসহ বুঝতে পারে মতো করেই পড়াবো। অবশেষে যখন কাঙ্ক্ষিত সেই বছরটি উপস্থিত হলো, তখন মনে আসলো, যদি এই তাকরীরগুলো সংরক্ষণ করা যায় (যেমন-ই হোক) —এতে আমারও অনেক ফায়েদা, তাদেরও অনেক ফায়েদা পাশাপাশি আল্লাহর অন্যান্য বান্দাদের উপকৃত হওয়ারও একটি সুযোগ তৈরি হবে। যেই ভাবনা সেই কাজ। আল্লাহর উপর ভরসা করে তাদের দু'জন—ফয়সাল ও নাজমুল হাসানকে ডাকলাম। যারা ছিলো আমার অত্যন্ত প্রিয়ভাজন। আমার মনের আশা তাদের ব্যক্ত করলাম তারাও আমার ডাকে সাড়া দিলো। جزاهم الله أحسن الجزاء في الدّارين। তাদের এই সারিতে যোগ দিলো বিশেষভাবে আরো দুইজন—রায়হান ও ফয়সাল বিন ইউনুস এবং আরো অনেকে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রত্যেককে

তাদের ইখলাস ও আমল অনুযায়ী যথোপযুক্ত প্রাপ্য দান করেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের সকলকে কামিয়াবতরীন লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আল্লাহ তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান নসীব করেন।

তাদেরই একজন যার উসিলায় এই কিতাব— শুরুও সে, শেষও সেই। وهو العلة الغائية لهذا الكتاب। কারণ, এই কিতাবের ভিত্তি হলো তাদের দরসে দেওয়া আমার সেই তাকরীর। আর ঐ তাকরীরের পিছনের সবব হলো আমার মুতালা'আ। যদি সে না হত, জানি না, আদৌ আমি ঐভাবে মুতালা'আ করতে পারতাম কিনা ....। হয়তবা ঐভাবে মুতালা'আই হতো না, হলেও দরসে ঐভাবে মন খুলে কথা বলতে পারতাম না। আর দরসে যাই বলেছি যদি সে নিয়মিত তা সংকলন না করতো, তাহলে তা তো নিশ্চিত আমার দুর্বল হাত কখনোই এ বিষয়ে কলম ধরার সাহস পেত না। তার লেখাই আমার অনুপ্রেরণা। তাই বলবো, এখানে আমার কিছুই নেই। আমার রব তাঁর এই বান্দার অছিলায় আমাকে এর সাথে কিছুটা কাজে লাগিয়েছেন। যদি তিনি তাঁর এই বান্দার মত হাজারো-লক্ষ বান্দাদের দিল এদিকে রুজু করে দেন এবং তাদেরকে এর অছিলায় এমন এক ফনের আশিক বানিয়ে দেন যার সৃষ্টিই হয়েছে তার মহান কালাম বুঝবার জন্যে এবং তাদের সকলের অছিলায় ও তাঁর কালামের অছিলায় আমাকে কবুল করে নেন তাহলেই আমি স্বার্থক ও কামিয়াব।

সবশেষে মহান রাব্বুল আ'লামীনের কাছে এই নিবেদন— যেই উদ্দেশ্যে এই কিতাবটি লিখা হয়েছে, তিনি যেন তার সব্কটি পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করেন, এবং এই কাজটির ইফাদিয়্যাহ্ কিয়ামত পর্যন্ত অন্তর-অন্তর বৃদ্ধি করতে থাকেন এবং নিজ অনুগ্রহে কবুল করে নেন এবং যারা এই কাজটির সাথে কোনো এক পর্যায়ে নিজেদেরকে জড়িয়েছে এবং তার কল্যাণ কামনা করেছে তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করেন।

آمين يارب العلمين، وآخردعوانا أن الحمد لله رب العلمين.

——বান্দা মুঈনুদ্দীন হাফিঃ

শরাহর বিষয়বস্তু ও লিখার ধরণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা।

সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্যে, যিনি আমাদেরকে এমন এক ফনের খেদমতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার তাওফীক দান করেছেন; যার সৃষ্টিই হয়েছিলো তার কালামের ই'জায বুঝার জন্যে। পাশাপাশি তিনি আমাদেরকে পূর্ববর্তীদের রেখে যাওয়া ইল্মী আসারকে সহজীকরণের ধারাবাহিকতায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমাদের এই মেহনত তখনই সফলতার মুখ দেখবে, যখন আল-কোরআনের বালাগাত বুঝতে আগ্রহী পাঠকগণ আমাদের এই সংকলন থেকে সামান্য হলেও ইস্তিফাদা করতে পারবে। পাঠকগণ তখনই আমাদের এই সংকলন থেকে উপকৃত হতে পারবে, যখন তারা আমাদের এই কিতাবের উসলূব শতভাগ আত্মস্থ করতে পারবে। তাই পাঠক সমীপে উক্ত সংকলনের উসলূব নিয়ে কিছু কথা আরজ করা হচ্ছে—

আমাদের উক্ত সংকলনটি মূলত গড়ে উঠেছে আমাদেরকে দেওয়া উস্তাদে মুহ্তারামের 'মুখতাসারুল মা'আনী'র দর্সী তাকরীরকে কেন্দ্র করে। উস্তাদে মুহ্তারামের দর্সগুলো গতানুগতিক ধারার দর্সগুলো থেকে অনেকটা ভিন্ন ছিল। বছরের শুরুর দর্সগুলোতে মূল কিতাবের বাইরে এমন অনেক বিষয় উঠে এসেছে, যা আমাদেরকে ফন্নে বালাগাতের প্রতি আকর্ষিত হতে বাধ্য করেছে। উস্তাদে মুহ্তারাম সবসময় বলতেন, **'কোনো ফনের গুরুত্ব বুঝা ঐ ফন বুঝার অর্ধেক'**, তাই তিনি আমাদেরকে যে-কোনো ফন পড়ানোর পূর্বে অনেক ভালোভাবে তার গুরুত্বটা বুঝানোর চেষ্টা করতেন। ফন্নে বালাগাতের ক্ষেত্রেও উস্তাদে মুহ্তারামের এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেনি। বালাগাতের গুরুত্ব সম্পর্কে উস্তাদে মুহ্তারামের দেওয়া দর্সগুলো থেকে আমরা ভরপুর উপকৃত হয়েছি এবং বালাগাতের সত্যিকারে আশেকে পরিণত হয়েছি। উস্তাদে মুহ্তারামের ঐ দর্সগুলোতে বসার কারণেই আমরা মাকামাতে হারীরী, দেওয়ানে মুতানাব্বীর মত সাহিত্যপূর্ণ কিতাবে বালাগাতের ইজ্রা করার সাহস পেয়েছি। সবচেয়ে বড় কথা হলো, ঐ দর্সগুলোই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সাহিত্যভাণ্ডার ঐশীগ্রন্থ আল-কোরআনেও বালাগাতের ইজ্রা করার সাহস যুগিয়েছে।

তাই আমি আশাবাদি— মুখতাসারুল মা'আনীর যে-কোনো পাঠক সেই দর্সগুলো থেকে আমাদের মতই ভরপুর উপকৃত হতে পারবে এবং যারা ইল্মুল বালাগাতকে নিজের জীবনের মাশগালা বানাতে চায়, তাদের জন্য তা পাথেয় হবে ইনশাআল্লাহ্। মূলত সেই চিন্তাধারা থেকেই উস্তাদে মুহ্তারাম উক্ত দর্সগুলো সংকলন করার উদ্যেগ নিয়েছিলেন—যা আজ আপনাদের সামনে উপস্থিত। নিম্নে উক্ত সংকলনটির কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হচ্ছে। আমাদের কর্মপদ্ধতির ভিন্নতা হিসেবে আমরা উক্ত সংকলনটিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করতে পারি।

(১) মুকাদ্দিমাতুল ইল্ম।
(২) মুকাদ্দিমাতুল কিতাব।
(৩) বালাগাত সংক্রান্ত প্রাথমিক আলোচনা।
(৪) শারেহ্ আল্লামা তাফতাযানী (রহ.) এর খুতবা।
(৫) বাকী কিতাব।

সামনে প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আমরা একটু বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

(১) মুকাদ্দিমাতুল ইল্ম।

মুকাদ্দিমাতুল ইল্মে ইল্মুল বালাগাতের মাবাদী সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। ইল্মুল বালাগাতের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা, ফজিলত, ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসসহ প্রতিটি বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কিতাবের এ অংশেই শতাব্দী-ভিত্তিক ইল্মুল বালাগাহ্ নিয়ে রচিত প্রায় পাঁচ শতাধীক কিতাবের তালিকা দেওয়া হয়েছে। মুকাদ্দিমাতুল ইল্মে যে ধারাবাহিকতায় বালাগাতের মাবাদীগুলো আলোচনা করা হয়েছে— তা যে-কোনো ফনের মাবাদী সংক্রান্ত আলোচনার জন্য একটা আদর্শ হতে পারে, উস্তাদে মুহ্তারামের মূলত উদ্দেশ্য ছিল এটাই। যেমন এখানে ধারাবাহিকভাবে ফন্নে বালাগাতের সাথে সম্পৃক্ত ছয়টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত আলোচনায় উস্তাদে মুহ্তারামের অনুসৃত কর্মপন্থা

আমাদের সামনে ইল্‌মুল বালাগাতের হাকিকত স্পষ্ট করে দিয়েছে। আমি বিশ্বাস করি— যেকোনো ফনের মাবাদী সংক্রান্ত আলোচনায় উস্তাদে মুহ্‌তারামের উক্ত কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা হলে তা ঐ ফনের হাকিকত খোলার জন্য যথেষ্ট হবে ইনশা-আল্লাহ।

(২) মুকাদ্দিমাতুল কিতাব।

মুকাদ্দিমাতুল কিতাবে আল্লামা সা'দউদ্দিন তাফতাযানী (রহ.)-এর জীবনের শিক্ষণীয় দিকগুলো অনেক সুন্দর করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। উস্তাদে মুহ্‌তারাম সবসময় বলেন, যে-কোনো কিতাব থেকে যথাযথ ইস্তিফাদা হাসিল করার জন্য সে কিতাবের মুসান্নিফের প্রতি দিলের টান থাকতে হয়। কেননা যার প্রতি দিলের টান থাকে, তার কথা অন্তর অনেক সহজে কবুল করে। তাই উস্তাদে মুহ্‌তারাম দরস চলাকালীন সময়ে আল্লামা তাফতাজানী (রহ.)-এর জীবনের কিছু শিক্ষণীয় ঘটনা আমাদের একেবারে নিজের দিল থেকে শুনিয়েছেন; যা আমাদেরকে আল্লামা তাফতাজানী (রহ.)-এর সত্যিকারে আশেক হতে বাধ্য করেছে। অতঃপর আল্লামা তাফতাযানী (রহ.)–এর রচিত 'মুখতাসারুল মা'আনী'র বৈশিষ্ট্য, তার থেকে সঠিকভাবে ইস্তিফাদা করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শরহে বেকায়ার বছর 'মুখতাসারুল মা'আনী'র সাথে বালাগাতের কোন্ কিতাব মুতালা'আ করা যেতে পারে, কিতাবের পাশাপাশি কোন্ শরাহ্ থেকে ইস্তিফাদা হাসিল করা যেতে পারে —এ নিয়েও যৎসামান্য দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মুকাদ্দিমাতুল কিতাবে উস্তাদে মুহ্‌তারাম যে কর্মপন্থা অবলম্বন করেছেন, তা যে-কোনো কিতাবের মুকাদ্দিমাতুল কিতাব সংক্রান্ত আলোচনার জন্য একটা আদর্শ হতে পারে। উস্তাদে মুহ্‌তারামের মূলত উদ্দেশ্য ছিল এটাই। যেমন উস্তাদে মুহ্‌তারাম 'মুসান্নিফ' আর 'মুসান্নাফ' শিরোনামে মুকাদ্দিমাতুল কিতাবকে দু'টি ভাগে ভাগ করেন। যা আমাদেরকে আল্লামা তাফতাজানী (রহ.) এবং তার রচিত কিতাব 'মুখতাসারুল মা'আনী'র সত্যিকারে আশেক হতে বাধ্য করেছে। আমি বিশ্বাস করি— যে-কোনো কিতাবের শুরুতে যদি মুকাদ্দিমাতুল কিতাব সম্পর্কে আলোচনায় উস্তাদে মুহ্‌তারামের উক্ত কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয়, তাহলে তা ঐ কিতাবের জন্য যথেষ্ট হবে ইনশা-আল্লাহ।

(৩) বালাগাত সংক্রান্ত প্রাথমিক আলোচনা।

কিতাবের এ অংশে ইল্‌মুল বালাগাতের علم البيان আর علم البديع-এর সাথে সম্পৃক্ত কিছু প্রসিদ্ধ পরিভাষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিতাবের এ অংশটি মূলত আল্লামা তাফতাযানী (রহ.)-এর খুতবা বুঝার মওকুফ আলাইহ। কেননা আমরা দেখতে পাই, আল্লামা তাফতাযানী (রহ.) উক্ত খুতবাটি সম্পূর্ণ বালাগী আন্দাজে রচনা করেছেন। ফলে উক্ত খুতবাটিকে ছাত্রদের জন্য ইল্‌মুল বালাগাতের প্রসিদ্ধ পরিভাষাগুলো ইজ্‌রা করার একটি ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এখন যে সকল ছাত্ররা বালাগাতের প্রসিদ্ধ পরিভাষাগুলো ফন্নী দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মস্থ করেনি, তাদের কাছে এ বিষয়গুলো বোঝা বৈ কিছুই মনে হয়না। উস্তাদে মুহ্‌তারামের ভাষায়—**'যে কোনো ফনের কিতাবের খুতবা হওয়া উচিত ঐ ফনের রঙে, আর তা পড়া দরকার ঐ ফনের ঢঙে'**। তাই দরস চলাকালীন সময়ে উস্তাদে মুহ্‌তারাম খুতবায় ব্যবহৃত হওয়া ইল্‌মুল বালাগাতের প্রসিদ্ধ পরিভাষাগুলো কিছুটা বিস্তারিত এবং সাবলীল ভাষায় বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। যা আমাদের জন্য পরবর্তীতে খুতবা বুঝার পাথেয় হয়েছে।

(৪) শারেহ্ আল্লামা তাফতাযানী (রহ.)-এর খুতবা।

আল্লামা তাফতাযানী (রহ.) প্রথমে আল্লামা খতীব কাযউইনী (রহ.) কর্তৃক রচিত 'তালখিসুল মিফতাহ্'র বিস্তারিত একটি শরাহ্ লিখেন। যাকে তিনি 'মুতাওওয়াল' নামে নামকরণ করেন। কিন্তু তৎকালীন সময়ের ছাত্রদের পক্ষে উক্ত কিতাব থেকে সঠিকভাবে ইস্তিফাদা করাটা কঠিন হয়ে দাড়ায়। তাই তারা তাফতাযানী (রহ.)-এর নিকট 'মুতাওওয়ালে'র একটি 'মুখতাসার' লিখার আবেদন জানায়। কিন্তু তার পক্ষে দ্বিতীয়বার এ কাজে হাত দেওয়াটা অনেক কষ্টসাধ্য ছিলো।

—তাই উক্ত খুতবায় তিনি হাম্‌দ ও সালাত পাঠ করার পর এই কিতাব লিখতে গিয়ে তার কতটা কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে, কতটা ব্যস্ততার মাঝে তিনি উক্ত কিতাবটি রচনা করেছেন, তা অত্যন্ত সাহিত্যপূর্ণ এবং হৃদয়পর্শী ভাষায় তুলে ধরেন। তাই শুধুমাত্র ইবারত পড়ে তার মূল উদ্দেশ্য উদ্ধার করাটা অনেক বড় দায়। তাই উক্ত খুতবাটি সহজ করার জন্য উস্তাদে মুহ্‌তারাম নিজের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি যে কর্মপন্থা অবলম্বন করেছেন, তা হলো— প্রথমে তিনি খুতবাটিকে ১৯টি দর্‌সে ভাগ করেছেন। প্রথম দর্‌সে আভিধানিক অর্থের আলোকে পূর্ণ খুতবাটির তরজমা উল্লেখ করেছেন। যেহেতু শুধুমাত্র মূল ইবারতের সাথে মিলিয়ে তার আভিধানিক অর্থ বুঝার দ্বারা তাফতাযানী (রহ.)-এর উদ্দিষ্ট মর্ম উদ্ধার করা সম্ভব নয়, তাই তরজমার পরপরই মোট ১৮টি দরসে উস্তাদে মুহ্‌তারাম তাফতাযানী (রহ.)-এর খুতবার বালাাগাত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। উক্ত দরসগুলোর ক্ষেত্রে উস্তাদজী যে কর্মধারা অবলম্বন করেছেন তা নিম্নে প্রদত্ত হলো—

(১) প্রথমে ইবারত উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর সংশ্লিষ্ট ইবারতের তরজমা উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) দ্বিতীয় পর্যায়ে "معاني الألفاظ" শিরোনামে ইবারতে উল্লিখিত প্রতিটি শব্দের আভিধানিক অর্থ আরবীতে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৩) তারপর ধারাবাহিকভাবে ইবারতে উল্লিখিত শব্দসমূহের বালাগাত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বালাগাতের আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথমে ইল্‌মুল মা'আনী, তারপর ইল্‌মুল বয়ান, সবশেষে ইল্‌মুল বাদী'র সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে। ইল্‌মুল বয়ানের সাথে সম্পৃক্ত আলোচনাই সবচেয়ে বেশি। যেহেতু ইল্‌মুল বালাগাতের তিনটি ফনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফন হলো 'ইল্‌মুল বয়ান'। বয়ানের সাথে সম্পৃক্ত তিনটি বিষয় كناية—مجاز—استعارة নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা। বিষয়গুলো প্রতিটি ইবারতে উস্তাদে মুহ্‌তারাম আমাদেরকে অনেকটা ইজ্‌রার পদ্ধতিতে দেখিয়েছেন। উস্তাদে মুহ্‌তারামের শিখানো ইজ্‌রার পদ্ধতিগুলো আত্মস্থ করতে পারলে পাঠকগণ আরবী সাহিত্যপূর্ণ রচনার যে কোনো ইবারতে বালাগাতের ইজ্‌রা করার সাহস পাবেন ইনশাআল্লাহ। উস্তাদে মুহ্‌তারামের দেখানো ইজ্‌রার পদ্ধতিগুলো বুঝিয়ে দেওয়াটাও এখানে প্রয়োজনীয় মনে করছি।

আল্লামা তাফতাজানী (রহ.) খুতবার এক জায়গায় নিজের কিতাব «المطوّل»-এর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন— " وَوَشَّحْتُهُ "।

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত বাক্যের অর্থ হলো—

'আমি তাকে (অর্থাৎ «المطوّل» নামক কিতাবটিকে) অলংকার পরিয়েছি'।

উক্ত ইবারতের বালাগাত সংক্রান্ত আলোচনায় লেখা হয়েছে—

এ বাক্যে علم البيان-এর দু'টি বিষয় পাওয়া গেছে।

(١) المجاز المرسل في : وَشَّحْتُ   (٢) الاستعارة المكنية في ضمير "ه" الراجع إلى «المطوّل»

উস্তাদে মুহ্‌তারাম সব সময় বলতেন— 'এখানে مجاز مرسل হয়েছে' বা 'এখানে استعارة مكنية হয়েছে' এভাবে মুখস্থ শুধু বললেই হবে না। বরং তা 'কিভাবে হয়েছে' তা দেখিয়ে দিতে পারাটাই সত্যিকারে ইসতি'দাদের পরিচয়। তাই পরবর্তীতে "مجاز مرسل" এবং "استعارة مكنية" পৃথক-পৃথক দু'টি শিরোনামে 'তা কিভাবে হয়েছে' তা দেখানো হয়েছে—

'উক্ত বাক্যে শারেহ্ (রহ.) বলছেন— আমি «المطوّل» নামক কিতাবটিকে অলংকার পরিয়েছি'। অথচ কোনো কিতাবকে অলংকার পরানো হয়না'।

প্রতিটি ইবারতের বালাগাত আলোচনার পূর্বে উস্তাদে মুহতারাম আমাদেরকে এভাবেই প্রশ্ন করতেন। এর দ্বারা উস্তাদে মুহতারামের উদ্দেশ্য থাকতো—আমাদের মনে উক্ত বাক্যের হাকিকত উদ্দেশ্য নেওয়াটা অসম্ভব হওয়ার প্রশ্ন সৃষ্টি করা। আমরা যখন সত্যিই বুঝতাম— 'কিতাবকে তো অলংকার পরানো যায় না' —তখন আমাদের মনে প্রশ্ন সৃষ্টি হতো— 'তাহলে অলংকার কাকে পরানো যায়'? এ প্রশ্নের উত্তরে পরবর্তীতে লিখা হয়েছে—

'বরং অলংকার পরানো হয় মেয়েদেরকে'।

আমরা যখন আমাদের মনে উদিত হওয়া প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যেতাম, তখন আমাদের মনে প্রশ্ন সৃষ্টি হতো— 'তাহলে শারেহ্ (রহ.) «المطوّل» কিতাবকে অলংকার পরানোর কথা বললেন কেন, যা কিনা মূলত মেয়েদেরকে পরানো হয়? এ প্রশ্নের উত্তরে পরবর্তীতে লিখা হয়েছে—

'সুতরাং বুঝা গেল, এখানে "وشّحت" শব্দটি তার غير ماهوله-এর জন্য ব্যবহৃত

হয়েছে এবং কিতাবের জন্য তার غير ماهوله-কে সাবেত করা হয়েছে'।

উক্ত কিতাব পাঠকালে সহজ ভাষায় সব সময় এ কথা মনে রাখা উচিত যে— "ماهوله" মানে শব্দের حقيقي অর্থ আর "غير ماهوله" মানে শব্দের مجازي অর্থ। তো وشحت শব্দটির "ماهوله" হলো 'মেয়ে'। وشحت শব্দটিকে যখন 'মেয়ে'র ক্ষেত্রে ব্যবহার না করে কিতাবের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হলো, তখন যেন وشحت শব্দটিকে তার ماهوله-এর জন্য ব্যবহার না করে তার غير ماهوله-এর জন্য করা হলো। তাই বলা হয়েছে—

'সুতরাং বুঝা গেলো, এখানে وشحت শব্দটি

তার غير ماهوله-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে'।

এটা হলো একদিক থেকে। এমনিভাবে কিতাবকে যেহেতু অলংকার পরানো হয় না, তাই 'অলংকার পরানো'টা কিতাবের ماهوله হতে পারে না। এজন্য বলা হয়েছে—

'এবং কিতাবের জন্য তার غير ماهوله-কে সাবেত করা হয়েছে'।

এভাবেই উস্তাদে মুহ্তারাম আমাদের মনে প্রতিটি ইবারতের বালাগাত নিয়ে চিন্তা করার একটা জায়াগা তৈরী করতেন। এভাবে যখন আমাদের নিকট শব্দের ماهوله এবং غير ماهوله স্পষ্ট হয়ে যেতো, তখন আমরা উভয়টির মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে চিন্তা করার প্রয়াস পেতাম, ঠিক এভাবেই যখন পাঠকবর্গ ماهوله আর غير ماهوله নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ফিকির করবে, তখন একটা সময় সেও তার উদ্দিষ্ট্য গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ্।

(৪) সবশেষে "خلاصة البحث" শিরোনামে সংক্ষিপ্তভাবে উপরোল্লিখিত مجاز ও استعارة গুলোকে আবারো আরবীতে উল্লেখ করা হয়েছে যেন বিস্তারিত আলোচনাগুলো পাঠক সংক্ষিপ্ত বাক্যে আত্মস্থ করতে পারেন।

এ কিতাবের বিরাট একটা অংশজুড়ে পাঠকগণ তাফতাযানী (রহ.)-এর খুতবার তাশ্রীহ দেখতে পাবেন। এর দ্বারা উস্তাদে মুহ্তারামের মূল উদ্দেশ্য হলো, ইজরার মাধ্যমে ছাত্রদেরকে ইল্মুল বালাগাতের প্রসিদ্ধ পরিভাষাগুলো আত্মস্থ করিয়ে দেওয়া।

আমরা বিশ্বাস করি— মনোযোগ সহকারে পাঠক কিতাবের এ অংশটি আত্মস্থ করার পর নিজের অজান্তেই ইল্মুল বালাগাতের প্রতি একটা অজানা টান অনুভব করবে এবং কোরআনের পাতায় পাতায় সে ইল্মুল বালাগাতের পরিভাষাগুলো তামরীন করার সাহস পাবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে কোরআনের

বালাগাত বোঝার তাওফিক দান করুন এবং আমাদের এ টোটাফাটা মেহনতকে পাঠকদের বালাগাত বুঝার অছিলা হিসেবে কবুল করুন।

(৫) বাকী কিতাব।

আল্লামা তাফতাযানী (রহ.) আল্লামা খতীব কাযউইনী (রহ.) কর্তৃক রচিত 'তালখীসুল মিফতাহ্'র শরাহ্ করেন। যাকে তিনি 'মুখতাসারুল মা'আনী' নামে নামকরণ করেন। 'মুখতাসারুল মা'আনী' কিতাবটি কঠিন হওয়ার পিছনে সবচেয়ে বড় যে কারণটি আমরা দেখতে পেয়েছি, তা হলো— 'আল্লামা তাফতাযানী (রহ.) এর মানতেকী মেজাজ'। আর মানতেক মানেই তো হলো—'নিজের কথায় ফাঁক না রাখা, অন্যের কথায় ফাঁক খোঁজা'। 'মুখতাসারুল মা'আনী' লেখার সময় আল্লামা খালখালী এবং যুযানী (রহ.) কর্তৃক রচিত শরাহ্গুলো শারেহ্ (রহ.)-এর সামনে ছিলো। তাই বিভিন্ন ইবারত তাশ্রীহ্ করার সময় তিনি এ ব্যাপারে তাদের অসঙ্গতিপূর্ণ কথাগুলো উল্লেখ-পূর্বক অনেক কঠিনভাবে রদ্ করেন।

তাছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি ইল্মুল মানতেকের পরিভাষা ব্যবহার করে থাকেন অথবা মানতেকী উসলূবে দলীল পেশ করেন, যা ইল্মুল মানতেক সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে বাসিরতের সাথে বুঝাটা কখনোই সম্ভব নয়। তাই দর্স চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন স্থানে উস্তাদে মুহ্তারাম কিতাব বুঝার মাওকুফ আলাইহ হিসেবে মানতেকের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যা আমাদেরকে অত্যন্ত বাসিরতের সাথে তাফতাযানী (রহ.)-এর মানতেকী ইসতিদলাল গুলো বুঝতে সাহায্য করেছে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায়, শারেহ্ (রহ.) বালাগাতের বিভিন্ন মাসআলার ক্ষেত্রে বুলাগাদের ইখতিলাফ বর্ণনা করেন। পাশাপাশি কোন্টি সঠিক বা কোন্টি ভুল—তা নিয়েও তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন।

মুসান্নিফ (রহ.)-এর বর্ণিত ইবারতের ই'রাব নিয়েও তিনি বিস্তারিত আলোচনা করে থাকেন। যার কারণে সব মিলিয়ে পাঠকদের নিকট কিতাবটি অনেক অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়। এমনকি সারা বছর শেষ হয়ে গেলেও ইল্মুল বালাগাহ্ নিয়ে রচিত কিতাব থেকে 'বালাগাত' উদ্ধার করা হয়ে উঠেনা।

আলহামদুলিল্লাহ্, উস্তাদে মুহ্তারামের 'তাজদীদী' চিন্তাধারা 'মুখতাসারুল মা'আনী'র এ সমস্যাটি একেবারে দূর করে দিয়েছে। এ কিতাবটি পড়ার পর আশা করি আর কেউ বলবে না—

'মুখতাসার পড়ে বালাগাত বুঝার চিন্তা করে লাভ নেই'।

কিতাবের ইবরাত সহজ করার জন্য উস্তাদে মুহ্তারাম যে কর্মপন্থাগুলো অবলম্বন করেছেন, তা নিম্নে প্রদত্ত হলো—

(১) প্রথমেই প্রতিটি দরসকে একটি নির্দিষ্ট নামে নামকরণ করা হয়েছে।

(২) তারপর প্রতিটি দরসকে 'মূল আলোচনা' আর 'প্রাসঙ্গিক আলোচনা' দু'টি শিরোনামে ভাগ করা হয়েছে।

(৩) অতঃপর خلاصة البحث শিরোনামের অধীনে ইবারতের ফাঁকে ফাঁকে আলোচিত হওয়া বালাাগাতের ফন্নী বিষয়গুলো একত্রিত করা হয়েছে এবং কোন্ কথাটি ইবারতের কোথায় বলা হয়েছে, তা وهو يقول الشارح বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

(৪) তারপর ইবারতের তরজমা উল্লেখ করা হয়েছে। তরজমা উল্লেখ করার ক্ষেত্রে উস্তাদে মুহ্তারাম যে কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তা হলো— প্রথমেই একটি নির্দিষ্ট অংশ থেকে মতনকে আলাদা করে نص المتن শিরোনামে আরবী মতন আর 'মতনের তরজমা' শিরোনামে তার তরজমা উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর نص الشرح শিরোনামে মতনসহ শরাহ্র ইবারত এবং 'শরাহর তরজমা' শিরোনামে তার তরজমা উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা (/) চিহ্ন দ্বারা বিভিন্ন ইবারতের একাধিক তরজমা উল্লেখ করা হয়েছে।

বিঃদ্রঃ তরজমার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়—তা হলো, তরজমার ক্ষেত্রে একদম শাব্দিক অর্থ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে; তবে যেখানে শাব্দিক অর্থের কারণে বিষয়বস্তু বুঝতে সমস্যা হয়, সেখানে কেবল প্রয়োজন পরিমাণ পরিবর্তন করা হয়েছে। তাই তরজমার ক্ষেত্রে ভাষাগত সৌন্দর্য তেমন রক্ষা পায়নি। তবে আল্লাহ্ তা'আলা চাহেতু-ঐ সমস্ত পাঠকদের নিকট উক্ত তরজমাটি অত্যন্ত উপকারী হবে—যারা মূল কিতাবের সাথে তরজমা মিলিয়ে পড়তে চায়। আর মূলত তরজমাটি তাদের জন্যই লিখা।

শরাহর ইবারত এবং তরজমাগুলোকে আলোচনার সুবিধার্থে নাম্বারিং করা হয়েছে। ইবারতের যে বিষয়গুলো 'প্রাসঙ্গিক আলোচনা'র অন্তর্ভুক্ত, সেগুলোর শুরুতে পাঠক ١/ك, ٢/ك, ٣/ك এ জাতীয় চিহ্ন দেখতে পাবেন। ١/ك দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ইবারতের এ অংশটি সামনে شرح مشكلات البحث-এর 'প্রথম আলোচনা'য় বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। আর যে সকল ইবারতের শুরুতে এ জাতীয় কোনো চিহ্ন না থাকবে, সেখানে বুঝতে হবে— ইবারতের এ অংশটি 'মূল আলোচনা'র অন্তর্ভুক্ত; যা পূর্বে خلاصة البحث শিরোনামের অধীনে আলোচিত হয়েছে।

(৫) তরজমার পরপরই شرح مشكلات البحث শিরোনামে দরসের প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি দরসেই প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোর একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা থাকে। যা 'প্রথম আলোচনা', 'দ্বিতীয় আলোচনা', 'তৃতীয় আলোচনা' ইত্যাদি শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে আলোচিত হয়। প্রতিটি আলোচনার শুরুতে "قوله :" বলে কিতাবের হুবহু ইবারত উল্লেখ করা হয়। যেন পাঠক বুঝতে পারেন, কিতাবের কোথায় এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

এভাবেই আমরা সর্বমোট ৬০টি দরসে **'তাকরীরুল মাবানী'**র প্রথম খন্ডের কাজ শেষ করেছি। ولله الحمد।

পরিশেষে আমরা এ কিতাবের পাঠক হিসেবেই বলতে চাই— 'মুখতাসারুল মা'আনীর এমন একটি সংস্কারমূলক শরাহ্ রচনা করা ছিল সময়ের একান্ত দাবী। যেহেতু 'মুখতাসারুল মা'আনী'র মত গুরুত্বপূর্ণ কিতাবও আজ আমাদের নিকট গুরুত্বহীন। আর আমরা যেহেতু ফন্নে বালাগাতে একেবারেই 'তিফলে মক্তব', তাই বালাগাত সম্পর্কে আমাদের পঠিত প্রথম কিতাব বাংলায় হওয়াই ছিল যুক্তির দাবী। আর এ শরাহ্টিকে অন্যান্য সাধারণ বাংলা শরাহ্র ন্যায় বিচার করাটা আমাদের প্রতি অবিচার হবে। কেননা আমরা আশা রাখি— এ কিতাবটি বাংলায় হলেও তা ছাত্রদের ইসতি'দাদ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। ইনশাআল্লাহু তা'আলা।

আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের সবাইকে উক্ত কিতাব থেকে যথাযথ ইস্তিফাদা হাসিল করার তাওফিক দান করেন এবং এ কিতাবকে আমাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচার অছিলা হিসেবে কবুল করেন।

——স্নেহের ফয়সাল

এই কিতাবটি কাদের জন্যে?

★ এই কিতাব তাদের জন্যে, যারা চায়, "ইলমুল বালাগাত" দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার কোরআনের সৌন্দর্য বুঝবে।

★এই কিতাব তাদের জন্যে, যারা এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজছে--- "কীভাবে আমরা দুনিয়ার দশ জন সাহিত্যিকের সাহিত্য রচনার সাথে তুলনা করে কোরআনের সাহিত্যমান নির্ণয় করতে পারবো"?!

★এই কিতাব তাদের জন্যে,যারা সৃষ্টির সাহিত্য রচনার উপর স্রষ্টার কালামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে সৃষ্টিকে স্রষ্টার প্রতি আকর্ষিত করতে চায়।

فهرس المضامين

(সূচী)

مقدّمة المقرّر (٢٣– ١٠٣)

(١) مقدّمة العلم (٢٧ –٦٨)

(٢) مقدّمة الكتاب (٦٩–٧٨)

علم البديع (٨١ – ٩٠)

علم البيان :(٩١ – ١٠٣)

(١) خطبة الشّارح العلّام رحمه الله تعالى:(١٠٥ – ٢١٥)

(٢) خطبة الماتن الخطيب: (٢١٧ –٢٧٧)

(٣) مقدّمة تلخيص المفتاح: (٢٧٩–٤٢٨)

(٤) الفنّ الأوّل:علم المعاني (٤٢٩–٤٨٧)

(٥) أحوال الإسناد الخبريّ (٤٨٩–٦٢٢)

مقدّمة

সাধারণত কোনো কিতাব শুরু করার পূর্বে কিছু আলোচনা করা হয়; যে আলোচনাগুলোকে مقدّمة বলা হয়। আর **مقدّمة দুই প্রকার :**

(١) مقدّمة العلم (٢) مقدّمة الكتاب

- **مقدّمة العلم**-এর মাঝে মূল ফনের সাথে সম্পৃক্ত কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। আমরা এখানে মোট ৬টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো।

  (١) تعريف العلم (٢) موضوع العلم (٣) غرض العلم (٤) حاجة العلم (٥) شرف العلم (٦) تدوين العلم

- **مقدّمة الكتاب**-এর আলোচনা প্রথমত দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়।

(١) مصنِّف (٢) مصنَّف

- আমরা মুসান্নিফ (রহ.) বা লেখকের মোট পাঁচটি বিষয় নিয়ে مقدّمة الكتاب এ আলোচনা করবো।

(١) اسم – لقب (٢) سن وفات – سن ولادت (٣) أساتذة – تلامذة (٤) تصنيفات (٥) أقوال العلماء عنه

- مصنَّف বা কিতাব সম্পর্কে মোট পাঁচটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে।

(١) طبقة الكتاب في هذا الفن (٢) طرق الاستفادة من هذا الكتاب (٣) شروح الكتاب و حواشيه

(٤) ملخّصات المختصر (٥) الكتب المفيدة للطلّاب مع هذا الكتاب

তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কিতাবের মুসান্নিফ উক্ত ফনে কোন্ স্তরের লোক; তা সম্পর্কে জানা। স্বাভাবিকভাবে প্রতিটি ফনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদেরকে তিনভাগে ভাগ করা হয়।

(١) إمام الفن (٢) ماهر بالفن (٣) عالم بالفن

যখন আমরা উক্ত ফনে মুসান্নিফ (রহ.)-এর সঠিক স্তর সম্পর্কে অবগত হবো, তখন কিতাবটির গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু; তা আমরা বুঝতে পারব। এবং উক্ত ফনের অন্যান্য কিতাবাদীর সাথে এ কিতাবটিকে তুলনা করতে পারব।

সরাসরি مؤسّس الفن থেকে فن বুঝতে পারলে فن-এর حقيقة জানা যায়। তবে সকলেই مؤسّس الفن-এর কিতাব সরাসরি বুঝতে পারে না। তাই যে সকল মুসান্নিফ (রহ.) সরাসরি مؤسّس الفن থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করেন, তাদের কিতাবাদী পাঠ করে প্রথমত মূল কিতাবগুলো বোঝার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। পরবর্তীতে ঐ সব কিতাব গভীরভাবে অধ্যয়নের মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি ফন্নী ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে পারে। শুধু পরবর্তীদের কিতাবের উপর সীমাবদ্ধ করা যথেষ্ট নয়, আর এমনটা করা উচিতও নয়। তবে পরবর্তীদের কিতাবের গুরুত্বও কম নয়। সবগুলোর গুরুত্ব আপন-আপন স্থানে। ورَغْمَ ذلك، إنّما العلم في كتب المتقدّمين। মূল ইল্‌মের সন্ধান পেতে হলে متقدّمين-এর নিকট যেতে হবে। তবে হে বৎস! তুমি কখনই তা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না متأخّرين-এর সেতু ব্যতিত।

তাই আমাদের জানতে হবে, ফনের কোন্ কিতাবটি ফনের مؤسّس বা ইমাম অথবা ইমাম-তুল্য ব্যক্তির কিতাব। আর কোন্ কিতাবটি ماهر بالفن-এর লিখিত কিতাব। আর কোন্ কিতাবটি সাধারণ একজন عالم بالفن-এর লিখিত কিতাব। তবেই আমরা প্রতিটি কিতাবের যথাযোগ্য কদর করতে পারবো। যদি কিতাবটি হয় فن-এর

مؤسّسين-এর, তাহলে নির্দ্বিধায় তা থেকে দলীল দেওয়া যাবে। যেমন ইল্‌মে নাহুর ক্ষেত্রে ইমাম সীবওয়াইহ্ (রহ.)-এর «الكتاب»। ইল্‌মে বালাগাতের ক্ষেত্রে শায়েখ আব্দুল কাহের জুরজানী (রহ.)-এর «دلائل الإعجاز» ও «أسرار البلاغة»।

আর কিতাবটি যদি কোনো ইমামের হয়, তাহলেও তা থেকে দলীল দেওয়া যাবে। যেমন ইবনে হাজেব (রহ.)-এর «كافية»। আল্লামা জমখশরীর «الفائق» ও «المفصَّل»। এমনিভাবে আল্লামা সাক্কাকী (রহ.) ও আমাদের মুসান্নিফ (রহ.) ও শারেহ্ খতীব কাযউইনী (রহ.) ও আল্লামা তাফতাযানী (রহ.), তারা সকলেই এই ফনের ইমামতুল্য ব্যক্তি ছিলেন।

মুসান্নিফ (রহ.) সম্পর্কে আরেকটি বিষয় জেনে নেওয়াও অত্যন্ত উপকারী। আর তা হলো, 'মুসান্নিফ (রহ.)-এর شخصية বা ব্যক্তি জীবন'। এতে করে মুসান্নিফ (রহ.)-এর প্রতি দিলের আকর্ষণ ও মুহাব্বত সৃষ্টি হয়। কারণ, যার প্রতি দিলে মুহাব্বত থাকে, তার কথাগুলো দিল ভালোভাবে গ্রহণ করে এবং তা দীর্ঘদিন মনেও থাকে।

বিঃদ্রঃ সাধারণত সবাই সব কিতাবের শুরুতে এসব বিষয় আলোচনা করে থাকেন, তবে অনেকেই শুধু রুসুম পালন করে থাকেন। আরবীতে বা বাংলায় সংক্ষেপে تعريف, موضوع, غرض, تدوين ও حياة المصنف ইত্যাদি বিষয়গুলো ছাত্রদেরকে লিখিয়ে দেন। আর ঐ বিষয়গুলো যেহেতু অত্যন্ত সাজানো-গুছানো হয়ে থাকে, তাই ছাত্ররা সহজেই তা মুখস্থ করে নেয়। তবে এতে তেমন কোনো ফায়দা হয় না। অথচ এই বিষয়গুলো বিশেষভাবে تعريف, موضوع ও غرض বোঝার উপর পূর্ণ কিতাবটির বুঝ মওকুফ। এজন্য আমি মনে করি, এগুলো বোঝা পূর্ণ কিতাব ও ফন বোঝার অর্ধেক। এ বিষয়গুলো তার হাকীকত থেকে না বোঝার কারণেই দেখা যায়, বালাগাত ও মানতেকের মত এত গুরুত্বপূর্ণ ফনগুলো কয়েক বছর পড়ার পরও ছাত্ররা এর কিছুই বুঝে না। বোঝার প্রয়োজনও মনে করেনা। বরং কয়েক বছর পড়ার পর এগুলো অপ্রয়োজনীয় মনে করতে থাকে। কারণ, প্রথমেই তো সে এ ফন দিয়ে কী করবে, এটা কোথায় কাজে লাগবে, কিভাবে কাজে লাগানো যাবে, এই ফনের গুরুত্বই বা কতটুকু, কিছুই বুঝেনি। যার কারণে বছর শেষ করেছে, আর পরীক্ষার জন্য যা মুখস্থ করার দরকার, তা করেছে। বাস্তবিক অর্থে একটি অক্ষরও পড়েনি। আর পড়বেই বা কেন? সে এ বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা বুঝলেই তো পড়বে! শুধু শুধু এত কষ্ট করে কে?

এজন্য কোনো কিতাব শুরু করার পূর্বে উস্তাদের প্রধান দায়িত্ব হলো, ঐ কিতাব যে ফনে লেখা হয়েছে, তার গুরুত্ব এবং ঐ ফনে উক্ত কিতাবের গুরুত্ব ছাত্রদেরকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া। আর ফনের পরিচয়, আলোচ্যবিষয়, উদ্দেশ্য ভালোভাবে বুঝতে পারলে এ-বিষয়টি এমনিতেই বুঝে আসবে। তাই এই বিষয়গুলো আমরা ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করবো। যদিও আলোচনা হয়ত কিছুটা অগুছালো হবে। কারণ, যে-কোনো বিষয় মূল থেকে বুঝতে হলে আলোচনা একটু দীর্ঘ হবে, এটাই স্বাভাবিক। সাজানো-গুছানো আলোচনায় অনেক সময় বিষয়ের হাকীকত খোলে না, যেমনটা নিজ ভাষায় নিজের মত করে বললে হয়ে থাকে। সাজানো আলোচনার ফায়দা হলো মুখস্থ করতে সহজ। আর সাজানোর দায়বদ্ধতা এড়িয়ে নিজ ভাষায় স্বাধীন আলোচনার ফায়দা হলো বিষয়টি খোলে ও বোধগম্য হয়। একটির কাজ আরেকটি দ্বারা হয় না। যেমনটা متقدّمين ও متأخّرين-এর কিতাব পাঠে বুঝে আসে। والله هو الموفّق والمعين।

مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ



"কোনো ফনের গুরুত্ব বোঝা
ফন বোঝার অর্ধেক"।

مقدّمة العلم

এখন আমরা একে একে مقدّمة العلم-এর ছয়টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো।

(١) تعريف علم البلاغة

البلاغة لغة : الوصول والانتهاء يقال : بلغت غايته أي : وصلت غايته وانتهيت إليها.

❖ **تعريف দুই ধরণের হয় : (১)** شفوي تعريف **(২)** فني تعريف

فني تعريف : এক্ষেত্রে تعريف টি جامع এবং مانع হওয়ার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়। এবং তাকে মানতেকী উসলূবে جنس قريب , فصل قريب ইত্যাদি বিষয়গুলো দ্বারা সাজানো হয়।

شفوي تعريف : কোনো একটি تعريف-কে নিজের ভাষায় বোঝা। আর এক্ষেত্রে সাধারণত تعريف টি جامع ও مانع হওয়ার বিষয়টি লক্ষণীয় থাকে না। বরং বিষয়টি নিজের মত করে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া এবং মূল থেকে তার حقيقة স্পষ্ট করাটাই মূল উদ্দেশ্য থাকে। যে-কোনো বিষয়ের فني تعريف দ্বারা বিষয়টি ضبط (আয়ত্ত) হয়। আর شفوي تعريف দ্বারা বিষয়টির খোলাসা হয়। যেটা সাধারণত فني تعريف দ্বারা হয় না। এজন্য প্রয়োজন হলো, প্রথমে فني تعريف-এর পিছনে না পড়ে স্বাভাবিকভাবে বিষয়টি বুঝে নেওয়া। এরপর সংক্ষেপে পরিপূর্ণ রূপে ঐ ধারণাটি স্মরণ রাখার জন্য فني تعريف টি পড়া।

تعريف البلاغة شفويّا/شفوي تعريف

যে কোনো فن-এর নাম নিয়ে চিন্তা করলেই ঐ فن-এর হাকীকত বোঝা যায়। যেমন : "بلاغة" **শব্দটি** "غ – ل – ب" এই مادة থেকে مشتق হওয়াটাই তার বাস্তব সৌন্দর্যের ইঙ্গিত বহন করে। কারণ, তার অর্থ হলো 'শেষ প্রান্তে পৌঁছা'। যেমন : «لسان العرب»-এর মধ্যে এসেছে—

رجل بليغ، بَلْغ ، بِلْغ : حَسَنُ الكلام فصيحه يُبلِّغ بعبارة لسانه كُنه ما في قلبه.

অর্থাৎ بليغ হলো, বিশুদ্ধভাষী সুন্দর কথার অধিকারী এমন ব্যক্তি; যে তার জবানের ভাষায় তার অন্তরের মূল হাকীকতটি مخاطب পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতে পারে।

বিষয়টি এভাবেও বুঝা যায়, আমরা যে-কোনো শব্দ উচ্চারণ করি, তা দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হয়, মনের ভাবকে مخاطب পর্যন্ত পৌঁছানো। আর بلاغة বা كلام بليغ-এর উদ্দেশ্য হলো, **'আমার কথার মর্মটি আমার মনের যে স্তরে রয়েছে, সে স্তর থেকে তাকে বের করে এনে مخاطب-এর মনের ঠিক সেই স্তরে পৌঁছিয়ে দেওয়া'**।

এ বিষয়টি এখন আমরা এমন কিছু ব্যক্তিত্বের জবান থেকে জানবো, যারা 'ইল্‌মুল বালাগাতে পাণ্ডিত্য রাখতেন। (১) ইমাম জাহেয (মৃত্যু ২৫৫ হি.) যাকে مؤسِّس البلاغة **বলা হয়; তিনি** بلاغة-**এর পরিচয় দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্‌র ইবনে মু'তামির (মৃত্যু ২১০ হি.) থেকে বর্ণনা করেন—**

ينبغي للمتكلّم أن يعرف وزن أقدار المعاني، ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات؛ فيجعل لكلّ طبقة من ذلك كلاما، ولكلّ حالة من ذلك مقاما؛ حتّى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني، ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات. وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات.

উক্ত ইবারতের সারমর্ম হলো, বিশ্‌র ইবনে মু'তামির স্থান, কাল, পাত্র; যাকে আরবীতে এক কথায় مقتضى الحال বলে; ঐ বিষয়টিকেই তার নিজ ভাষায় অনেক সুন্দর ও স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলেছেন। অর্থাৎ একটি কথা বলার পূর্বে প্রথমেই ব্যক্তিকে তিনটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে হবে। ব্যক্তি তার কথার মাধ্যমে যেই মর্মটি বোঝাবেন, প্রথমেই ঐ মর্মটির ওজন তাকে বুঝতে হবে। এরপর তাকে তার শ্রোতাদের মান এবং যে স্থানে ও যে পরিস্থিতিতে সে তার বক্তব্য রাখতে যাচ্ছে, তার মান ও অবস্থান নির্ণয় করতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে তাকে এই তিনটি বিষয় অর্থাৎ মর্ম, শ্রোতা ও স্থানের মধ্যে موازنة করে তিনোটির উপযোগী হয়, এমন একটি কালাম তৈরি করতে হবে, তবেই কালামটি بليغ হবে। অন্যথায় নয়। (কথাটি আরো অনেক বিশ্লেষণের দাবিদার, তখনই বাস্তবে বক্তার কথার হাকীকত স্পষ্ট হতো। দীর্ঘতার ভয়ে এতটুকুই বলা হলো।)

(٢) موضوع علم البلاغة

সাধারণত علم البلاغة-এর موضوع হিসেবে বলা হয়— "اللّفظ العربيّ وأساليبه المختلفة"

উক্ত موضوع-এর প্রথম অংশ "اللفظ العربي" হলো علم المعاني-এর কাজ। যদি علم المعاني-এর موضوع হিসেবে শুধু "اللفظ العربي" ধরা হয়, তাহলে তার মাঝে আর علم النحو-এর موضوع-এর মাঝে কোনো পার্থক্য থাকে না। তাই علم المعاني-এর موضوع হিসেবে বলা হয়—

موضوع علم المعاني : اللّفظ العربيّ من حيث إفادته المعنى الثّاني الّذي هو مقصود المتكلّم من جعله كلامه مشتملا على اللّطائف والخصوصيّات الّتي بها يطابق الكلام مقتضى الحال.

যে কোনো শব্দের দুই ধরণের অর্থ থাকতে পারে—

(١) المعنى الأوّلي (٢) المعنى الثّانوي

শব্দ/বাক্যের প্রথম অর্থ নিয়ে আলোচনা করা হয় علم اللغة-এর মধ্যে। আর ইল্‌মে নাহ্‌ দ্বারা এ অর্থটি সঠিকভাবে বোঝা যায়। আর দ্বিতীয় অর্থটি বোঝা যায় علم البلاغة-এর সাহায্যে। আর এ দ্বিতীয় অর্থটিই علم البلاغة-এর আলোচ্য বিষয়। অর্থাৎ আরবী শব্দ বা বাক্যই হলো علم البلاغة-এর আলোচ্য বিষয়। তবে তার প্রথম অর্থ হিসেবে নয় বরং দ্বিতীয় অর্থ হিসেবে। বালাগাতপূর্ণ কথা নেয়ার দ্বারা যে অর্থটি মুতাকাল্লিমের মূল উদ্দেশ্য হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ﴾। যদি শুধু মাত্র علم اللغة আর علم النحو-এর সাহায্যে উক্ত আয়াতের অর্থ করা হয়, তাহলে অর্থ হবে—'আমরা আপনার ইবাদত করি'। এ অর্থটি হলো শব্দের "المعنى الأولي" বা 'প্রাথমিক অর্থ'। আর যদি علم البلاغة তথা علم المعاني দ্বারা এ আয়াতের অর্থ করা হয়, তাহলে অর্থ হবে—'আমরা আপনারই ইবাদত করি'। কারণ, বালাগাতের কায়দা হলো—

تقديم ما حقّه التّأخير يفيد التّأكيد والاختصاص ।

আর এখানে আল্লাহ্ তা'আলার মূল উদ্দেশ্যই হলো ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরককে نفي করা। আল্লাহর জন্য শুধু ইবাদতকে সাবেত করাই মূল উদ্দেশ্য নয়। কারণ, কাফেররাও আল্লাহকে মানতো ও তার ইবাদত করতো। সুতরাং শুধু ইবাদতকে সাবেত করার মধ্যে বিশেষ কোনো ফায়দা নেই। এটাকেই বলা হয় المعنى الثّانوي, 'বাক্যের চূড়ান্ত অর্থ বা মূল অর্থ'। এটি হলো علم المعاني-এর কাজের ক্ষেত্র তথা موضوع বা আলোচ্য বিষয়। এ বিষয়টি علم المعاني-এর নাম থেকেই বোঝা যায়। কারণ, علم المعاني মানেই হলো— علم المعنى الثاني للفظ, 'বাক্যের দ্বিতীয় অর্থ' বা 'চূড়ান্ত ও মূল অর্থ সংক্রান্ত জ্ঞান'।

علم البلاغة-এর موضوع-এর দ্বিতীয় অংশ "الأساليب المختلفة" হলো علم البيان-এর কাজের ক্ষেত্র। অর্থাৎ এর মাঝে বাক্যের বিভিন্ন أسلوب নিয়ে আলোচনা করা হয়। علم البيان-এর موضوع বা আলোচ্য বিষয়টি একটু লম্বা করে এভাবেও বলা যায়—

موضوع علم البيان : الأساليب (الطرق) المختلفة من حيث خلوّها عن التّعقيد اللّفظي والمعنويّ (سواء كان في صورة التّشبيه أو المجاز أو الكناية أو غيرها)، فأنّه يبحث فيه عن أحوال تلك الأساليب.

অর্থাৎ একটি 'মর্ম প্রকাশক' বাক্যের বিভিন্ন প্রকারের أسلوب হতে পারে। এভাবেও বলা যায় যে, একটি মর্মকে বিভিন্ন ধরণের বাক্যে ও বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রকাশ করা যায়। যেমন বাক্যের কয়েকটি أسلوب বা ব্যবহার পদ্ধতি হলো—

(১) الأسلوب المطلق বা الأسلوب التصريحي (২) الأسلوب التشبيهي (৩) الأسلوب المجازي (৪) الأسلوب الكنائي
এ বিষয়টি উদাহরণের সাহায্যে আরো স্পষ্ট হবে।

উদাহরণ : আমার المعنى المراد বা উদ্দিষ্ট মর্ম হলো— 'যায়েদ নামক ব্যক্তির দানশীলতা বোঝানো'। উক্ত المعنى المراد প্রকাশ করণার্থে আমি বললাম— "زيد سخي"। এটি একটি أسلوب – صريح বা أسلوب – مطلق। যার দ্বারা শুধু উক্ত উদ্দেশ্যটিই বোঝা যাচ্ছে। এতে অতিরিক্ত কোনো বিষয়ের রে'আয়াত করা হয়নি।

একই المعنى المراد প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আমি বললাম— "زيد كثير الرماد" অর্থাৎ 'যায়েদের বাড়িতে رماد (ছাই) বেশি'। সুতরাং যায়েদের ঘরে রান্না হয় বেশি। রান্না বেশি হওয়ার কারণ হলো, তার ঘরে মানুষ অর্থাৎ মেহমান বেশি। তার মানে যায়েদ অনেক দানশীল ব্যক্তি। কারণ, দানশীল বলেই তো তার ঘরে এত মেহমান। কৃপণের বাড়িতে কে যায়? এটি হলো أسلوب – كنائي। অর্থাৎ "زيد كثير الرماد" বাক্যটিও যায়েদ দানশীল হওয়ার কথাই বোঝাচ্ছে। তবে সরাসরি নয়, বরং كنائي/পরোক্ষভাবে অন্য কয়েকটি বিষয়ের মধ্যস্থতায় বোঝাচ্ছে।

তৃতীয় পর্যায়ে যায়েদের দানশীলতা বোঝানোর জন্য আমি বললাম— "زيد كالحاطم الطائي"। উক্ত উদাহরণে বিখ্যাত দানবীর 'হাতেম তাইয়ের' সাথে তুলনা করে যায়েদের দানশীলতা বোঝানো হলো। উক্ত বাক্যের أسلوب হলো تشبيه।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, একটি বিষয়কেই তিনটি أسلوب এ ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যার দ্বারা বিষয়টি তিনভাবে বোঝা যাচ্ছে। যেমন : "زيد سخي" বা 'যায়েদ দানশীল'। এটা শুধুমাত্র যায়েদ দানশীল হওয়ার دعوى বা দাবী। এখানে তার দানশীল হওয়ার কোনো দলীল নেই। আর "زيد كثير الرماد" এক্ষেত্রে যায়েদের বাড়িতে অধিক ছাই পাওয়াটা হলো তার দানশীল হওয়ার দলীল। সুতরাং দানশীলতার দলীল যেহেতু আছে, তাহলে বলাই-বাহুল্য, যায়েদ অবশ্যই দানশীল হবে। দানশীল হওয়ার দাবী আলাদা ভাবে আর করা লাগে না। তো এখানে دعوى টি دليل এর ভিতর দিয়ে বলা হয়ে গেছে। সুতরাং "زيد كثير الرماد" এটা হলো دعوى مع الدليل। আর "زيد كالحاطم الطائي" এখানে সরাসরি دعوىও নেই, دليلও নেই। এখানে বাহ্যত অন্য আরেকটি বিষয়ের دعوى অর্থাৎ যায়েদ "حاطم الطائي" এর মত হওয়ার দাবী করা হচ্ছে। যার মানে ঐ একি বিষয়, অর্থাৎ যায়েদ দানশীল।

এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, আমরা দেখতে পাচ্ছি صريح-এর মধ্যে শুধু دعوى থাকে। তার কোনো دليل থাকে না। دليل দিতে হলে পৃথকভাবে দিতে হয়। তবে كناية-এর মধ্যে دليل ও دعوى একসাথে পাওয়া যায়। যার কারণে তার মর্মটা প্রথম থেকেই অত্যাধিক জোরালো হয়ে থাকে। একারণেই বলা হয়— "الكناية أبلغ من الصريح"। কারণ, বিরিয়ানী, যাতে চাউল আর গোশ্ত একসাথে থাকে—তার স্বাদ আর পৃথক-পৃথক ভাত-গোশ্তের স্বাদ কখনই এক হতে পারে না।

(٣) غرض علم البلاغة

সাধারণত علم البلاغة-এর উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়—

الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وعن التعقيد اللفظي، والمعنوي في كلام العرب.

এর মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ "الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد" অর্জিত হয় علم البلاغة-এর একাংশ علم المعاني-এর মাধ্যমে। আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ "الاحتراز عن التعقيد اللفظي والمعنوي" অর্জিত হয় علم البلاغة-এর আরেক অংশ علم البيان-এর মাধ্যমে।

বালাগাতের উদ্দেশ্যগুলো আমরা এভাবেও বলতে পারি।

(১) নিজের কথায় ভুল থেকে বাঁচা এবং অন্যের কথা সঠিকভাবে বোঝা। অর্থাৎ মুতাকাল্লিম তার المعنى المراد সঠিকভাবে আদায় করতে পারা। যেমন : কারো উদ্দেশ্য হলো, ‘সে শুধুই আল্লাহকে মুহাব্বত করে’ এ কথা বোঝানো। সুতরাং সে যদি তার المعنى المراد আদায় করার ক্ষেত্রে বলে— "نحبك ياالله", তাহলে তা ভুল হবে। তার المعنى المراد আদায়ে তা যথেষ্ট হবে না। কারণ, তার উদ্দেশ্য হলো, "قصر محبته على الله" বা ‘তার মুহাব্বতকে আল্লাহর মাঝে সীমাবদ্ধ করা’। আর সে অনুযায়ী তার কথায় قصر পাওয়া যায়নি। পক্ষান্তরে সে যদি علم البلاغة-এর قصر-এর (تقديم ماحقه التأخير، يفيد التأكيد والاختصاص) এই قاعدة টি জানত, তাহলে সে তার ভাবটি এভাবে প্রকাশ করতো— "إياك نحب يا الله" এবং সে তার উদ্দেশ্য আদায় করার ক্ষেত্রে সফল হতো। এমনিভাবে বলা হয়েছে অন্যের কথার সঠিক মর্ম বোঝা। যেমন : ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ এই আয়াতে যে আল্লাহর মূল উদ্দেশ্য হলো نفي الشرك; তা যথাযথ বুঝতে পারবে সেই, যার بلاغة-এর উক্ত قاعدة টি জানা আছে।

(٤) حاجة علم البلاغة

দুনিয়ার মধ্যে মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় হলো ঈমান। আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে হলে সর্বপ্রথম রাসূল ﷺ এর প্রতি ঈমান আনতে হবে। একটি স্বতসিদ্ধ বিষয় হলো—

ما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب।

আল্লাহকে বিশ্বাস করা ওয়াজিব। আর আল্লাহকে বিশ্বাস করতে হলে রাসূল ﷺ কে বিশ্বাস করতে হবে। সুতরাং রাসূল ﷺ-এর উপর ঈমান আনাও ওয়াজিব। রাসূল ﷺ-কে বিশ্বাস করা মানে তার নবুওয়াতের দাবিকে সত্যায়ন করা। আর নবুওয়াতের দাবির ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ সত্যবাদী হওয়ার উপর সবচেয়ে বড় দলীল হলো إعجاز القرآن বা কোরআনের إعجاز। অর্থাৎ কোরআন তার অনুরূপ দ্বিতীয় আরেকটি নিয়ে আসার ক্ষেত্রে পুরো দুনিয়াবাসীকে অক্ষম করে দিয়েছে। এই অক্ষম করে দেওয়াটাই এ কথার সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে, এই কোরআন মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিজের কথা নয়। কেননা, এই কোরআন যদি তার নিজের কথাই হতো, তাহলে তার মত একজন নিরক্ষর উম্মীর বাণীর অনুরূপ বাণী নিয়ে আসার ক্ষেত্রে পুরো দুনিয়ার রথীমহারথীগণ কখনোই অক্ষম হতেন না। সুতরাং তাদের অক্ষম হওয়াটাই এ কথার উপর সবচেয়ে বড় দলীল যে, এটা তাঁর ﷺ বাণী নয়, বরং তা মহা-শক্তির অধিকারী অদৃশ্য কোনো সত্তার বাণী; যার মোকাবেলা করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

আর কোরআনের إعجاز বোঝার একমাত্র পথ হলো بلاغة। (والطريق الوحيد لمعرفة إعجاز القرآن هو البلاغة)। কারণ, কোরআন তার সাহিত্যের অনুরূপ সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে পুরো দুনিয়াবাসীকে অক্ষম করে দিয়েছে।

কোরআনের ভাষা হলো আরবী। আর আরবী ভাষার সাহিত্য বোঝার মানদণ্ড হলো بلاغة। সুতরাং যে بلاغة যত বেশি জানবে, সেই বাস্তবিক অর্থে অনুধাবন করতে পারবে, কোরআন তার সাহিত্যের ক্ষেত্রে কতটা مُعْجِز। কারণ, যে যে ময়দানে যত বড়, সে ঐ ময়দানের হাকীকত সম্পর্কে তত বেশি অবগত হতে পারে। আর যে যে ময়দান সম্পর্কে যত বেশি অবগত হবে, সেই ঐ ময়দানের মান-মর্যাদা এবং أصحاب الميدان-এর মান এবং তাদের মধ্যে কে কোন্ স্তরের; তা তত বেশি বুঝতে পারবে। যা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন একজন ভালো মানের মুফ্তীর কী মান? তা একজন মুফ্তীই বাস্তবিক অর্থে বুঝে। অন্যরা মনে করে, সবাই তো হুজুর, মাওলানা। এমনিভাবে ডাক্তারদের কে কোন্ স্তরের, তা বাস্তবিক অর্থে একজন ডাক্তারই বুঝতে পারেন। সাধারণ মানুষ তো মনে করে, 'Mbbs মানে সবাই তো এক স্তরেরই'। কথায় আছে, 'রতনে রতন চিনে'। উদাহরণস্বরূপ মুফ্তী তাক্বি উসমানি সাহেবের কথা বলা যেতে পারে। আমরা তাকে যতটা চিনি মুফ্তী আব্দুল মালেক সাহেব আর মুফ্তী দেলোয়ার সাহেব কি তাকে ততটাই চিনেন? আমরা হয়ত মনে করি; হ্যাঁ, আমরা তো মুফ্তী তাক্বি উসমানি সাহেবকে চিনি। কিন্তু বাস্তবে তা এরকম নয়। মুফ্তী আব্দুল মালেক সাহেবের মত আলেমদের যে বিচক্ষণতা আর জ্ঞানের প্রসারতা রয়েছে, তার বিন্দু পরিমাণও আমাদের মাঝে উপস্থিত নেই; তাই তারা নিজেদের তিক্ষ্ণতার সাহায্যে যে-কোনো জ্ঞানকে পরিমাপ করতে পারেন, যে-কোনো মানুষকে গভীর থেকে চিনতে পারেন। যে ময়দানে যে যত বেশি পারদর্শী, ঐ ময়দানের হাকীকত তার সামনে তত বেশি স্পষ্ট।

যোগ্য ব্যক্তি একমাত্র যোগ্য ব্যক্তিকে চিনতে পারার বিষয়টি কোরআনে বর্ণিত মূসা (আ:)-এর সাথে ফেরআউন ও জাদুকরদের ঘটনা থেকে আরো গভীরভাবে বুঝে আসে। মূসা (আ:) যখন আল্লাহ প্রদত্ত মু'জেযা নিয়ে ফিরআউনের সামনে পেশ করলেন, ফেরাউনের মত خرق عادت সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি আল্লাহর মু'জেযার গভীরতা বুঝতে পারেনি। তাই সে তৎক্ষণাৎ চ্যালেঞ্জ করে বসে এবং দেশের সকল জাদুকরদের একত্রিত হওয়ার

নির্দেশ দেয়। জাদুকররা যখন মূসা (আ:)-এর মু'জেযার পরিধি বুঝতে পারল; তখন তারা তৎক্ষণাৎ মূসা (আ:)-এর রবের প্রতি ঈমান আনলো। তাদের ঈমানের গভীরতা মুহুর্তের মাঝে এতদূরে পৌঁছেছিল যে, তারা সরাসরি ফেরাউনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল। কারণ, ঐ জাদুকরেরা জানত, তারাই পৃথিবীর সবচেয়ে যোগ্য জাদুকর। আর তারা এও জানত যে, মানুষের জাদুর এত ক্ষমতা নেই, যা হযরত মূসা (আ:) কর্তৃক প্রকাশ পেয়েছে। তাই তাদের বুঝতে দেরী হলো না যে, এই خرق عادت টি জাদু নয়, মানুষের তৈরি কোনো ভেলকিও নয়। কারণ, জাদুর ভেলকি সম্পর্কে তাদের পূর্ণ পাণ্ডিত্য ছিল। অথচ তা সত্ত্বেও তারা হযরত মূসা (আ:)-এর সামনে একেবারেই অসহায় হয়ে পড়েছিল। ফলে তারা বলতে বাধ্য হয়েছিল যে— 'অবশ্যই তা কোনো অদৃশ্য শক্তির পক্ষ থেকে'। পক্ষান্তরে ফেরআউন যে-কিনা জাদু সম্পর্কে মূর্খ ছিল, সে আল্লাহর নবীর এ মু'জেযার অলৌকিকতা বুঝতে পারেনি। সে মনে করেছিল, তা হয়ত অন্যান্য জাদুর মতই কোনো কিছু হবে। মু'জেযা বা জাদু উভয়টিই خرق عادت, তবে জাদু হলো শুধুই চোখের ধাঁধা আর ভেলকি। আর মু'জেযা হলো বাস্তবতা। জাদুকরদের যেহেতু মানুষের ক্ষমতাধীন خرق عادت সম্পর্কে পূর্ণ পাণ্ডিত্য ছিলো, তাই মূসা (আ:)-এর معجزة বুঝতে তাদের দেরী হয়নি। পক্ষান্তরে বাস্তবেই ফেরআউন দু'টির মাঝে কোনো পার্থক্য করতে পারেনি। সে শুধুমাত্র এতটুকু বুঝেছে যে, মূসা (আ:) বিজয় লাভ করেছেন আর তার জাদুকরেরা পরাজয়বরণ করেছে।

এবার আসা যাক, কোরআন معجز হওয়ার বিষয়ে। কোরআন যে স্থান বা সময়ে নাযিল হয়েছিলো, তখন পুরো আরবে আদব বা সাহিত্য সবচেয়ে বেশি চর্চিত হত। আর পুরো আরবে সুসাহিত্যিকদের ফায়সাল ছিলেন কোরাইশরা। আরবে প্রতি বছর ওক্কাজ নামক স্থানে একটি মেলা বসত। সেই মেলায় কোরাইশরা পুরো আরবের সাহিত্যিকদের বিচারক হতেন। আর সেই কোরাইশদের মাঝেই আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর সর্বাধিক সাহিত্যপূর্ণ কিতাব কোরআন নাযিল করেন। কেননা, দুনিয়ার বুকের সাহিত্যসম্রাটরাই কেবল সর্বাধিক সাহিত্যিপূর্ণ এ কিতাবের সরাসরি مخاطب হওয়ার উপযুক্ত। আর কেবলমাত্র তাদের মুখেই কোরআনের সাহিত্যপূর্ণ মনোভাব স্বীকৃত হতে পারে। এজন্যই তো দেখা যায় যুগে যুগে বহু মানুষ কোরআনের সাহিত্যকে চ্যালেঞ্জ করলেও আরবের সাহিত্য সম্রাটগণ এ ব্যাপারে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেনি। বরং এই কোরআনের সবচেয়ে ছোট্ট সূরাটির চ্যালেঞ্জ গ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ করে তারা অকপটে বলে উঠেছিলেন— ليس هذا كلام البشر।

উদাহরণস্বরূপ চিড়িয়াখানায় গিয়ে অনেক বাচ্চা বাঘ ধরতে চায়, কিন্তু যারা বাঘ চিনে তারা বাঘ ধরার কথা কল্পনাও করতে পারে না। তাই আরবের রথী-মহারথীগণ এই কোরআন মানতে পারেনি ঠিক, তবে তারা বাচ্চাসুলভ আচরণ করে নিজেদেরকে অপদস্ত করতে চান-নি। কিন্তু যাদের মধ্যে এর জ্ঞান নেই, তারা যে বাচ্চা সুলভ আচরণ করেছে, তা তারা বুঝতেও পারছে না।

(٥) شرف علم البلاغة

কোনো علم-এর মর্যাদা বা শরফ বোঝা যায় ঐ علم-এর موضوع ও معلومات-এর মর্যাদা এবং তার প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে। যদিও পূর্বে বলা হয়েছে এই علم-এর موضوع বা আলোচ্য বিষয় হলো— "الألفاظ العربية وأساليبها المختلفة"। তবে এই علم-এর সৃষ্টিই হয়েছে কোরআনের ألفاظ ও তার أساليب বোঝার জন্য। সুতরাং আমরা বলতে পারি— এই علم-এর মূল موضوع হলো, 'আল-কোরআন'। এর দ্বারা কোরআনের ألفاظ ও جمل-এর বিভিন্ন সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম অবস্থা জানা যায়। আর দুনিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় হলো আল্লাহপাকের কালাম। সুতরাং যে علم-এর موضوع ও معلومات সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়, তা অবশ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ علم-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। তাছাড়া এই علم-এর প্রয়োজনীয়তা যখন আমরা আত্মস্থ করতে পারব, পূর্বের দরসে যে বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। বাস্তবেই যখন আমাদের মনে হবে যে, 'হ্যাঁ এই ফন আমাদের প্রয়োজন', তখন আমাদের আর আলাদা করে এ ফনের মর্যাদা জানতে হবে না। আমাদের কাছে এমনিতেই তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের বালাগাতের প্রয়োজনীয়তা বুঝে তার যথাযথ ব্যবহার করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

(٦) تدوين علم البلاغة

ইলম দুই প্রকার :

(١) علم طبعي : كالعلوم المتعلّقة باللّسان وعلم الاقتصاد وعلم السّياسة وغيرها من العلوم.

(٢) علم وضعي : كعلم الهَنْدَسَة وعلم الطبّ.

(১) علم طبعي : যা فطري বা সৃষ্টিগত জ্ঞান। মানুষ এগুলো অটো শিখে যায়। এর সুনির্দিষ্ট কোনো واضع থাকেনা। হ্যাঁ, তার مدوِّن, مهذِّب ও مرتِّب হয়ে থাকে। কারণ, علم طبعي কোনো মানব আবিষ্কৃত ইলম নয়। বরং তা হলো, বিক্ষিপ্ত কোনো বিষয়কে বিন্যস্ত করার নাম। উদাহরণস্বরূপ ইল্মে নাহুর কথা বলা যেতে পারে। আমরা কিতাবাদি পাঠকালে দেখি, ইলমে নাহুর বিভিন্ন কায়দার উদাহরণ দেওয়া হয় নাহু বিন্যস্ত হওয়ার বহু পূর্বেকার কবিদের শে'র দ্বারা। তাহলে আগের কবিরা কি নাহু জেনেশুনে কবিতা বানিয়েছেন, যখন কিনা ইলমুন্নাহুর অস্তিত্বই ছিল না? তাহলে বোঝা গেল, নাহু কোনো علم وضعي নয়, বরং তা علم طبعي; যা অনারবীদের মাঝে আরবী ভাষার শিক্ষা সহজ ও বিশুদ্ধ করার জন্যে আবুল আসওয়াদ দুআলী (রা:) আলী (রা:)-এর তত্ত্বাবধানে বিন্যস্ত করেন। আরবী ভাষা ইলমুন্নাহুর প্রতি মুখাপেক্ষী নয়। বরং ইলমুন্নাহু আরবী ভাষার খাদেম।

(২) علم وضعي : যা সুনির্দিষ্ট কোনো واضع গঠন করে থাকেন। তাঁর বা তাঁদের গঠন করার পরই যার অস্তিত্ব এসেছে। যেমন : علم الطب বা 'চিকিৎসা বিদ্যা'। প্রথম-প্রথম এ শাস্ত্রের সুনির্দিষ্ট কোনো কায়দা ছিল না। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনে علم الطب গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাই চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা গভীর চিন্তা-ফিকির শুরু করে। সেই ভিত্তিতে তারা মানুষের রোগের জন্য এক এক করে নানা-রকম ঔষধ আবিষ্কার করেন। এবং ঔষধ ব্যবহারের বিভিন্ন নিয়ম-নীতি প্রনয়ণ করেন। যাকে "علم الطب" বা 'চিকিৎসা বিদ্যা' বলা হয়। এমনিভাবে "علم الهندسة" বা 'জ্যামিতি শাস্ত্র'। যা সম্পূর্ণ মানব আবিষ্কৃত একটি ইলম।

আর علم البلاغة - علم طبعي-এর অন্তর্ভুক্ত; যার সুনির্দিষ্ট কোনো واضع নেই। বরং মানুষ فطرةً এই ইলমে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। এর চর্চা জাহেলী যুগ থেকেই চলে আসছে। তবে যে-সমস্ত خصائص ও لطائف যুক্ত করার দ্বারা কালামটি بلاغة-এর মানে উত্তির্ণ হয়, ঐ সমস্ত خصائص ও لطائف মানুষের কালামের মাঝে গুপ্ত ছিলো। যার ذوق سليم ছিলো, সে কোন্ কালামটি بليغ, আর কোন্টি أبلغ; তা কোনো কায়দা ছাড়াই বুঝতে পারতো। কিন্তু কোন্ কারণে কালামটি بليغ বা أبلغ হয়েছে, ألفاظ-এর জামায় সবাই তা ব্যক্ত করতে পারতো না। আবার যারা ব্যক্ত করত, তাদের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হতো। অর্থাৎ, কালামের মাঝে لطف সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে একেকজন একেক কারণ বলতো। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো মানদণ্ড ছিল না যে, তার সাহায্যে সহজেই কালামের বালাগাতের মান নির্ণয় করা যাবে। বিষয়টি ছিল স্বর্ণের আসল হওয়া আর খাইটযুক্ত হওয়ার মত; যা বোঝার নির্দিষ্ট কোনো মানদণ্ড নেই। কিন্তু একজন দক্ষ স্বর্ণকার স্বর্ণ হাতে নেওয়া মাত্রই বলে দিতে পারবে, এর কতটা খাইটযুক্ত, আর কতটাই বা আসল। ধীরে-ধীরে যখন মানুষের মাঝ থেকে بلاغة-এর ذوق হারিয়ে যেতে থাকে,

তখন এমন কিছু নিয়ম-নীতি প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেয়, যার ভিত্তিতে কথার বালাগাত নিরীক্ষণ করা যাবে। আর এই নিয়ম-নীতি গুলোর নামই علم البلاغة।

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত শুধুমাত্র ذوق এর উপর নির্ভর করে لطائف – خصائص চিহ্নিত করা হতো। হিজরি ২য় শতাব্দীর শেষ ও ৩য় শতাব্দীর শুরুর দিকে এসে এ বিষয়ে সর্বপ্রথম কাজ শুরু হয়। সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় না, কে সর্বপ্রথম এ বিষয়ে কথা বলেছেন। তবে বলা হয়— সর্বপ্রথম আবু উবাইদাহ মা'মার ইবনুল মুসান্না আল-খারেজী (মৃত্যু : ২০৮ হি.) তার কিতাব «مجاز القرآن»-এ এ বিষয়ে আলোচনা করেন।

❖ **علم البلاغة-এর ক্রমবিকাশের ইতিহাস দুই ভাগে ভাগ করা যায়—**

(١) ما قبل الشيخ عبد القاهر الجرجاني (ت٤٧١هـ).　　(٢) ما بعد الشيخ إلى مصنفنا العلام

(١) ما قبل الشيخ عبد القاهر الجرجاني

ما قبل الشيخ-এর যুগকে আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় :

(١) عهد الفرّاء وأبي عبيدة في أواخر القرن الثّاني وبداية القرن الثّالث

এ সময়ে এ বিষয়ে যারা কথা বলেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—

(১) ইমাম সীবাওয়াইহ্ (রহ.) (মৃত্যু ১৮০ হি.) তার কিতাব «الكتاب»-এর মধ্যে।

(২) ইমাম শাফেয়ী (রহ.) (মৃত্যু ২০৪ হি.) তার কিতাব «الرسالة»-এর মধ্যে।

(৩) ইমাম আবু জাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া বিন জিয়াদ আল ফার্‌রাহ (রহ.) (মৃত্যু ২০৭ হি.) তার কিতাব «معاني القرآن»-এর মধ্যে।

(৪) আবু উবায়দাহ মা'মার ইবনুল মুসান্না আল-খারেজী (মৃত্যু ২০৮ হি.) তার কিতাব «مجاز القرآن»-এর মধ্যে।

তবে এই চারজনের মধ্যে ইমাম ফার্‌রাহ আর আবু উবাইদাহ মা'মার ইবনুল মুসান্না সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন। ইমাম ফাররাহ্ তার কিতাব «معاني القرآن»-এর মধ্যে (১) تشبيه (২) الأركان الأربعة (৩) المشاكلة (৪) المجاز العقلي (৫) الإيجاز بالحذف ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। আর আবু উবাইদাহ মা'মার ইবনুল মুসান্না তার কিতাব «مجاز القرآن»-এর মধ্যে (১) تشبيه (২) مجاز التمثيل অর্থাৎ استعارة ও مجاز (৩) تقديم– تأخير (৪) التفات ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। এমনকি বলা হয়— إنه أوّل من بحث مسائل علم البيان

এ সময় এসব আলোচনার অবস্থা ছিলো এমন যে, তারা এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন ঠিকই, তবে না এসবের اصطلاحي অর্থে করেছেন, না এ শব্দ গুলো ব্যবহার করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভিন্ন শব্দে এই মর্মগুলোর ধারণা দিয়েছেন ।

(٢) عهد الجاحظ في منتصف القرن الثالث

ইমাম জাহেযের যুগ। তার মূল নাম হলো আবু উসমান আমর বিন বাহার আল-জাহেয (মৃত্যু : ২৫৫ হি.)। তিনি ছিলেন আবু উবায়দার ছাত্র। তার লিখিত কিছু কিতাব হলো :

(١) البيان والتبيين (٢) كتاب الحيوان (٣) البخلاء (٤) نظم القرآن

তিনি ছিলেন একজন মু'তাজিলি। উল্লেখ্য যে, মু'তাজিলিদের হাতে علم البلاغة-এর অনেক খেদমত হয়েছে ।যেহেতু এ ইলম আকিদার সাথে সম্পর্কিত নয়। তাই এ বিষয়ে তাদের থেকে তথ্য গ্রহণ করতে কোনো সমস্যা নেই। আশ্চর্যের বিষয় হলো, বিখ্যাত তাফসীর-গ্রন্থ «الكشّاف»-এর লেখক আল্লামা জমখশরী, যার হাতে বালাগাতের ফল পেকেছে; তিনিও ছিলেন একজন মু'তাজিলি।

ইমাম জাহেযই সর্বপ্রথম বালাগাতের প্রচলিত শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন তবে ভিন্ন অর্থে। এজন্য বলা যায়—

إنه أوّل من تكلّم في البلاغة في نِطاق واسع بألفاظها، لكنّها غير ما اصطلحت عليه في ما بعد.

তাই ইমাম জাহেযকে مؤسِّس البلاغةও বলা হয়। তাঁর সময়ে আরেকজন ব্যক্তি ছিলেন। যার নাম হলো ইবনে কুতাইবা আদ-দীনূরী (মৃত্যু : ২৭৬ হি.)। তিনি «تأويل مشكل القرآن»-এর লেখক।

সুতরাং আমরা বলতে পারি— ইমাম জাহেযের যুগে এসে বালাগাতের আলোচনা তার বর্তমান ألفاظ গুলোর রূপ ধারণ করেছে। যদিও সেগুলো বর্তমান অর্থে ছিলো না

خلاصة مقدمة العلم

(١) **تعريف علم البلاغة** : تأدية المعنى الجلي واضحا، بعبارة صحيحة فصيحة ، لها في النّفس أثر خلّاب، مع ملائمة كلّ موطن يقال فيه، والأشخاص الّذين يخاطبون به.

(٢) **تعريف الفصاحة** : عبارة عن الألفاظ البيّنة الواضحة المبادرة إلى الفهم المأنوسة الاستفهام بين الكتب والشّعراء لمكان حسن.

(٣) **تعريف علم المعاني** : علم يعرف به أحوال اللفظ العربيّ الّتي بها يطابق اللّفظ مقتضى الحال.

(٤) **تعريف علم البيان** : علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدّلالة عليه.

(٥) **موضوع البلاغة** : اللّفظ العربيّ وأساليبه المختلفة.

(٦) **موضوع المعاني** : اللّفظ العربيّ من حيث إفادته المعنى الثّاني، الّذي هو مقصود المتكلّم من جعله كلامه مشتملا على اللّطائف والخصوصيّات؛ الّتي بها يطابق الكلام مقتضى الحال.

(٧) **موضوع البيان** : الأساليب (الطرق) المختلفة من حيث خلوّها عن التّعقيد اللّفظي والمعنويّ (سواء كان في صورة التّشبيه أو المجاز أو الكناية أو غيرها) فإنّه يبحث فيه عن أحوال تلك الأساليب.

(٨) **غرض علم البلاغة** : الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وعن التّعقيد اللّفظي، والمعنويّ في كلام العرب.

(٩) **فائدة علم المعاني** : (١) معرفة إعجاز القرآن الكريم وإحكام الإيمان بالقرآن والرّسول ﷺ.

(٢) الوقوف على أسرار البلاغة والفصاحة في منثور كلام العرب ومنظومه؛ حتى يفرق بين الردي منه وجيده فيأخذ الجيد منه ويترك رديئه. (كما في البلاغة الصافية صـ :٥)

(١٠) **غاية علم البيان** : (١) الوقوف على أسرار الكلام العرب أوّلا

(٢) وعلى إعجاز القرآن واشتماله على أعلى مراتب البلاغة ثانيا

(٣) صيانة الكلام عن جميع أنواع التّعقيد ثالثا. (كما في البلاغة الصّافية صـ : ٢٣٦)

علوم البلاغة-এর ক্রম উন্নতিতে যাদের বিশেষ অবদান

(١) أبو عبيدة معمر بن مثنّى الخارجي تلميذ خليل بن أحمد، قيل ــ أوّل من وضع كتابا في علم البيان، كتابه «مجازالقرآن» (ت ٢٠٨هـ)

(٢) الجاحظ : قيل ـــ أوّل من وضع كتابا في علم البيان أبو عثمان الجاحظ تلميذ أبي عبيدة، كتابه «البيان والتبيان» (ت ٢٥٥هـ)

(٣) عبد الله بن المعتز الخليفة العبّاسي ـــ أوّل من وضع كتابا في علم البديع، كتابه «كتاب البديع» (ت٢٩٦هـ)

(٤) الجرجاني رح ـــ أوّل من وضع كتابا في علم المعاني الشيخ عبد القاهر الجرجاني، كتابه «دلائل الإعجاز» (ت ٤٧١هـ)

(٥) الجاحظ : أوّل من تكلم في البلاغة في نطاق واسع بألفاظها لٰكنها غير ما اصطلحت عليه فيما بعد (ت ٢٥٥هـ)

(٦) المبرد رح ـــ أوّل من تكلم في البلاغة بألفاظها المصطلحة في معانيها المعروفة (ت ٢٨٥هـ)

(٧) ابن سِنان الخفاجي رح ـــ أوّل من فرق الفصاحة عن البلاغة (إليه إشارة مّا في التطور) (ت ٤٦٦هـ)

(٨) ابن رشيق القيرواني رح ـــ أوّل من فرق بين البديع والبيان (إليه إشارة مّا في التطور) (ت ٤٦٢هـ)

(٩) عبد القاهر الجرجاني رح ـــ أوّل من قسّم علم البلاغة الى علومه الثّلاثة : المعانى – البيان – البديع (ت ٤٧١هـ)

(١٠) جار الله الزمخشري رح ـــ أوّل من طبّق علم البلاغة تطبيقا عمليّا في جميع القرآن (ت ٥٣٨هـ)

(١١)الرازي رح ـــ أوّل من بيّن علوم البلاغة بالأسلوب الفلسفيّة (ت ٦٠٦هـ)

(١٢) علامة سكاكي رح ـــ أوّل من ضبط علم البلاغة كله ضبطا قويّا بالأسلوب المنطقي والكلامي (ت ٦٢٦هـ)

শতাব্দী ভিত্তিক বালাগাতের কিছু কিতাব

القرن الثالث

(١/١) مجاز القرآن ـ قطرب النحوي (٢٠٦هـ).

(٢/٢) مجاز القرآن ـ أبي عبيدة معمر بن المثنى (٢٠٨ هـ).

(٣/٣) كتاب في التشابه (التشبيه) ـ عبد الله بن خليل أبو العميثل (٢٤٠/٢٤٦).

(٤/٤) كتاب في الفصاحة – أبو حاتم السجستاني (٢٥٠)

(٥/٥) البيان و التبيين – عمر بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظ الكناني (٢٥٥ هـ).

(٦/٦) البخلاء – عمر بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظ الكناني (٢٥٥ هـ).

(٧/٧) كتاب الحيوان – عمر بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظ الكناني (٢٥٥ هـ).

(٨/٨) رسائل الجاحظ – عمر بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظ الكناني (٢٥٥ هـ).

(٩/٩) ذم أخلاق الكتاب – عمر بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظ الكناني (٢٥٥ هـ).

(١٠/١٠) نظم القرآن – عمر بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظ الكناني (٢٥٥ هـ).

(١١/١١) ضياغة الكلام ـ عمر بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظ الكناني (٢٥٥ هـ).

(١٢/١٢) تأويل مشكل القرآن ـ ابن قتيبة الدينوري (٢٧٦ هـ).

(١٣/١٣) أدب الكاتب ـ ابن قتيبة الدينوري (٢٧٦ هـ).

(١٤/١٤) الشعر والشعراء ـ ابن قتيبة الدينوري (٢٧٦ هـ).

(١٥/١٥) تأليف في السرقات ـ طيفور (٢٨٠).

(١٦/١٦) الشعر والشعراء ـ أبو حنيفة الدينوري (٢٨٢).

(١٧/١٧) كتاب في الفصاحة ـ أبو حنيفة الدينوي (٢٨٢).

(١٨/١٨) الكامل ـ مُحَمَّد بن يزيد أبو العباس المبرد (٢٨٥ هـ).

(١٩/١٩) قواعد الشعر ـ مُحَمَّد بن يزيد أبو العباس المبرد (٢٨٥ هـ).

(٢٠/٢٠) ضرورة الشعر ـ مُحَمَّد بن يزيد أبو العباس المبرد (٢٨٥ هـ).

(٢١/٢١) كتاب البلاغة ـ مُحَمَّد بن يزيد أبو العباس المبرد (٢٨٥ هـ).

(٢٢/٢٢) قواعد الشعر ـ أحمد بن يحيى أبو العباس النحوي بـ ثعلب (٢٩١ هـ).

(٢٣/٢٣) كتاب البديع ـ عبد الله بن المعتز أبو العباس العباسي الخليفة (٢٩٢/٩٦هـ).

(٢٤/٢٤) كتاب في صناعة الشعر ـ المهزمي اللغوي (١٩٥هـ).

(٢٥/٢٥) غلط أدب الكاتب ـ ابن كيسان (٣٠٠).

(٢٦/٢٦) مصابيح الكتاب ـ ابن كيسان (٣٠٠).

(٢٧/٢٧) كتاب البراعة والفصاحة ـ أحمد عبيد الله بن عبد الله طاهر الخزاعي (٣٠٠).

(٢٨/٢٨) كتاب فيما يستعمله الكاتب ـ مُحَمَّد بن هبيرة الأسدي النحوي.

القرن الرابع

(١/٢٩) طبقات الكتاب ـ مُحَمَّد بن موسى (٣٠٧هـ).

(٢/٣٠) الألفاظ الكتابية ـ الهمذاني اللغوي (٣٢٠).

(٣/٣١) أدب الكاتب ـ ابن دريد (٣٢١).

(٤/٣٢) تقويم اللسان ـ ابن دريد (٣٢١).

(٥/٣٣) عيار الشعر ـ ابن طباطبا (٣٢٢هـ).

(٦/٣٤) التشبيهات ـ ابن أبي عون (٣٢٢هـ).

(٧/٣٥) فضل صناعة الكتابة ـ أحمد البلخي (٣٢٢هـ).

(٨/٣٦) صناعة الشعر ـ أحمد البلخي (٣٢٢هـ).

(٩/٣٧) كتاب نظم القرآن ـ أحمد اللبخي (٣٢٢هـ).

(١٠/٣٨) الكتابة والصناعة ـ مُحَمَّد بن إسماعيل (٣٢٤هـ).

(١١/٣٩) أدب الكاتب ـ مُحَمَّد الأنباري (٢٢٧).

(١٢/٤٠) تلقيح البلاغة ـ مُحَمَّد بن عبيد الله أبو الفضل الوزير البلعمي البخاري (٣٢٩هـ).

(١٣/٤١) رسالة في الفرق بين المترسل والشاعر ـ ثابت بن قرة (٣٣١).

(١٤/٤٢) أدب الكاتب ـ الصولي (٣٣٥).

(١٥/٤٣) أدب الكتاب ـ أبو جعفر النحاس (٣٣٧).

(١٦/٤٤) صناعة الكتاب ـ أبو جعفر النحاس (٣٣٧).

(١٧/٤٥) أخبار الشعراء ـ أبو جعفر النحاس (٣٣٧).

(١٨/٤٦) شرح السبع الطوال ـ أبو جعفر النحاس (٣٣٧).

(١٩/٤٧) معاني الشعر ـ أبو جعفر النحاس (٣٣٧).

(٢٠/٤٨) نقد الشعر ـ قدامة بن جعفر أبو الفرج البغدادي الكاتب (كاتب الديوان العباسي) (٣٣٧هـ).

(٢١/٤٩) نقد النثر ـ قدامة بن جعفر أبو الفرج البغدادي الكاتب (كاتب الديوان العباسي) (٣٣٧هـ).

(٢٢/٥٠) سر البلاغة في الكتابة ـ قدامة بن جعفر أبو الفرج البغدادي الكاتب (كاتب الديوان العباسي) (٣٣٧هـ).

(٢٣/٥١) الخراج وصناعة الكتابة ـ قدامة بن جعفر أبو الفرج البغدادي الكاتب (كاتب الديوان العباسي) (٣٣٧هـ).

(٢٤/٥٢) صناعة الكتابة ـ الفارابي (٣٣٩).

(٢٥/٥٣) كلام في الشعر والقوافي ـ الفارابي (٣٣٠).

(٢٦/٥٤) أدب الكتاب ـ ابن درستوية (٣٤٦).

(٢٧/٥٥) كتاب الكتاب ـ ابن درستوية (٣٤٦).

(٢٨/٥٦) معاني الشعر ـ ابن درستوية (٣٤٦).

(٢٩/٥٧) شرح الفصيح ـ ابن درستوية (٣٤٦).

(٣٠/٥٨) تهذيب البلاغة ـ أحمد أبو علي الحلبي (٣٥٢).

(٣١/٥٩) أنواع السجع ـ ابن أبي الزلازل (٣٥٤).

(٣٢/٦٠) المدخل إلى علم الشعر ـ مُحَمَّد بن مقسم (٣٥٥).

(٣٣/٦١) شرح أدب الكتاب ـ مُحَمَّد بن القوطي (٣٦٧).

(٣٤/٦٢) صنعة الشعر والبلاغة ـ الحسن السيرافي (٣٦٨).

(٣٥/٦٣) الموازنة بين أبي تمام و البحترى ـ أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي (٣٧١هـ).

(٣٦/٦٤) الموازنة بين الطائيين ـ أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي (٣٧١هـ).

(٣٧/٦٥) ما في عيار الشعر من الخطأ ـ أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي (٣٧١هـ).

(٣٨/٦٦) تبيين غلط قدامة بن جعفر في كتاب نقد الشعر ـ أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي (٣٧١هـ).

(٣٩/٦٧) نثر المنظوم ـ أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي (٣٧١هـ).

(٤٠/٦٨) الحكم والأمثال ـ الحسن العسكرى (٣٨٢).

(٤١/٦٩) صنعة الشعر ـ الحسن العسكرى (٣٨٢).

(٤٢/٧٠) كتاب الشعر ـ المرزباني (٣٨٤).

(٤٣/٧١) الموشح ـ المرزباني (٣٨٤).

(٤٤/٧٢) المفصّل في البيان والفصاحة ـ المرزباني (٣٨٤).

(٤٥/٧٣) النكت في إيجاز القرآن ـ الرماني المعتزلي (٣٨٤هـ).

(٤٦/٧٤) رسالة في بيان إعجاز القرآن ـ الخطابي البستي صاحب معالم السنن (٣٨٨هـ).

(٤٧/٧٥) كتاب الأمثال ـ الخالع النحوي الشاعر (٣٨٨).

(٤٨/٧٦) صناعة الشعر ـ الخالع النحوي الشاعر (٣٨٨).

(٤٩/٧٧) تخيلات العرب ـ الخالع النحوي الشاعر (٣٨٨).

(٥٠/٧٨) شرح شعر أبي تمام ـ الخالع النحوي الشاعر (٣٨٨).

(٥١/٧٩) عيون الكاتب ـ الحاتمي الشاعر الكاتب (٣٨٨).

(٥٢/٨٠) حلية المحاضرة في صناعة الشعر ـ الحاتمي الشاعر الكاتب (٣٨٨).

(٥٣/٨١) الحالي والعاطل في الشعر ـ الحاتمي الشاعر الكاتب (٣٨٨).

(٥٤/٨٢) المجاز في الشعر ـ الحاتمي الشاعر الكاتب (٣٨٨).

(٥٥/٨٣) المعيار والموازنة ـ الحاتمي الشاعر الكاتب (٣٨٨).

(٥٦/٨٤) الوساطة بين المتنبي و خصومه ـ علي بن عبد العزير أبو الحسن قاضى الجرجاني (٣٩٢هـ).

(٥٧/٨٥) كتاب الصناعتين (الكتابة و الشعر) ـ حسن بن عبد الله أبو أحمد/أبو هلال العسكري (٣٩٥/٨٢هـ).

(٥٨/٨٦) الأوائل ـ حسن بن عبد الله أبو هلال العسكري (٣٩٥ هـ).

(٥٩/٨٧) الصاحبي ـ ابن فارس (٣٩٥).

(٦٠/٨٨) التشبيهات ـ ابن النديم (ألّف سنة ٣٧٧).

(٦١/٨٩) مناقب الكتاب ـ الأهوزي.

(٦٢/٩٠) النثر الموصول بالنظم ـ ابن وصيف.

(٦٣/٩١) صناعة البلاغة ـ ابن وصيف.

مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ



"মুসান্নিফ এবং মুসান্নাফের মান ও গুরুত্ব
বোঝা কিতাব বোঝার অর্ধেক"।

مقدّمة الكتاب

مقدّمة الكتاب-এ দু'টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় :

(١) مصنَّف　　　(٢) مصنِّف

(١) الكلام حول المصنَّف

مصنَّف বা كتاب-এর নাম হলো «مختصر المعاني»। পূর্বে বলা হয়েছিলো, مقدّمة الكتاب-এ আমরা مصنَّف-এর আলোচনায় পাঁচটি বিষয় বর্ণনা করবো। তার পূর্বে প্রথমেই কিতাবটির سند বা نسب বর্ণনা করা হচ্ছে।

১) «مختصر المعاني» কিতাবটির أصل হলো «المطوّل»।

২) আর «المطوّل» হলো «تلخيص المفتاح»-এর شرح।

৩) আর «تلخيص المفتاح» হলো «مفتاح العلوم»-এর ملخّص।

৪) «مفتاح العلوم» হলো ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.)-এর «نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز»-এর অনুকরণে লিখিত।

৫) আর «نهاية» হলো مؤسّس الفن শায়েখ আব্দুল কাহের জুরজানী (রহ.)-এর দুই কিতাব «دلائل الإعجاز» ও «أسرار البلاغة»-এর ملخّص।

এভাবেই আমাদের কিতাবটি ফনের মূল দুই কিতাব «دلائل الإعجاز» ও «أسرار البلاغة»-এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছে। বা বলা যায় বংশ পরম্পরায় ঐ দুই কিতাব থেকে জন্ম লাভ করেছে। এখন আমরা অতি সংক্ষেপে এ কিতাব সম্পর্কে একে একে পাঁচটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো :

(١) طبقة الكتاب في هذا الفن

সাধারণত ফনের উপর লেখকের দক্ষতা দ্বারা তার লিখিত কিতাবের স্তর নির্ণয় করা হয়। সে হিসেবে আমরা বলতে পারি, এই কিতাবটি এই ফনের দ্বিতীয় স্তরের কিতাব। যেই কিতাবগুলোর উপর এই ফনের ভিত্তি ও যে সকল কিতাব দ্বারা এই ফনের تأسيس ও تدوين-এর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে —এই কিতাব ঐ সকল কিতাবের অন্তর্ভুক্ত না হলেও সরাসরি ঐ সমস্ত কিতাব থেকে সংগৃহিত এবং এই কিতাবের প্রতিটি স্তরেই তা মূলের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো; যেমনটি তাফতাযানী (রহ.) নিজেই «المطوّل»-এর খোতবায় বলেছেন।

(٢) طريق الاستفادة من هذا الكتاب

আমাদের জানা থাকা উচিত, علم البلاغة-এর দু'টি طريق রয়েছে : (১) البلاغة التذوقيّة (২) البلاغة الفلسفيّة। আমাদের «مختصر المعاني» কিতাবটি البلاغة الفلسفيّة-এর অন্তর্ভুক্ত। তাই فلسفانة ও منطق মেজায নিয়ে পড়লেই এই কিতাব থেকে যথাযথ ইস্তেফাদা করা যাবে। এই ক্ষেত্রে স্মরণ রাখার মত একটি বিষয় হলো, আমরা যদি শুধুমাত্র

بلاغة বোঝার জন্য «مختصر» পড়ি, তাহলে এর অনেক ইবারতই আমাদের প্রথমে অস্পষ্ট তারপর অনর্থক মনে হবে। আর বাস্তবেও «مختصر»-এর সকল ইবারত বোঝার উপর بلاغة বোঝাটা মওকুফ নয়। তবে আমরা যদি এর কঠিন ইবারতসমূহ হল্ করতে পারি, তাহলে আমাদের تشحيذ الأذهان (মেধা ধার করা)-এর ফায়দা হবে। এভাবে যদি শুধুমাত্র একটি কিতাবও পড়া হয়, তাহলে যে-কোনো কিতাব বোঝার মোটামোটি যোগ্যতা অর্জিত হবে ইনশাআল্লাহু তা'আলা।

(٣) شروحات المختصر وحواشيه

(١) حاشية السيد الشريف الجرجاني (ت ٨١٦هـ)

(٢) حاشية الخطائي على مختصر المعاني بملازادة الخطائي (ت ٩٠١هـ).

(٣) حاشية المولى مُحَمَّد بن خطيب بخطيب زادة الرومي (ت ٩٠١هـ).

(٤) حاشية المولى يوسف بن حسين الكرماستي (ت ٩٠٦هـ) .

(٥) حاشية ابن جماعة.

(٦) حاشية شيخ الإسلام أحمد بن يحيى بن مُحَمَّد بن سعد الحفيد (ت ٩١٨هـ) .

(٧) الحواشي والنكات والفوائد والمحررات : حاشية شهاب الدين أحمد بن قاسم العبادي الأزهري (ت ٩٩٤هـ) (حاشية عظيمة مفيدة إلى الغاية) .

(٨) حاشية عبد الله بن شهاب الدين اليزدي (ت ١٠١٥هـ).

(٩) حاشية ناصر الدين الطبلاوي.

(١٠) حاشية السيد عيسى الصفوي.

(١١) حاشية مصلح الدين مصطفى بن حسام الرومي.

(١٢) حاشية حميد الدين بن أفضل الدين الحسيني.

(١٣) غاية سول الحريص من إيضاح شرح التلخيص . إبراهيم بن أحمد بـ : ابن الملا الحلبي.

(١٤) الروض الموشي من التحرير على شرح المختصر المحشي : إبراهيم بن أحمد بـ : ابن الملّا الحلبى.

(١٥) حاشية الختاني : معين الدين الختاني.

(١٦) حاشية الدسوقي : مُحَمَّد بن أحمد الدسوقي (ت ١٣٣٠هـ).

(١٧) تجريد العلامة البناني : مصطفى بن مُحَمَّد البناني.

(١٨) حاشية أنيقة لشيخ الهند والعالَم، الشيخ محمود حسن الديوبندي (ت ١٣٣٩هـ).

(١٩) شرح مختصر المعاني : الشيخ ميتم العقيلي.

(٢٠) دروس في البلاغة شرح مختصر المعاني : الشيخ غلام على المحمدى الباميافي.

(اردو)

(١) *تكميل الأماني شرح اردو مختصر المعاني : جميل أحمد سكروڈوي.*

(٢) *نيل الأماني شرح اردو مختصر المعاني : مُحَمَّد حنيف صاحب گنگوهي.*

(٣) *كشف المعاني شرح اردو مختصر المعاني : فدا مُحَمَّد صاحب.*

(٤) درسی تقریر برائے مختصر المعاني : مولانا مُحَمّد أمين صاحب.

(٥) لتسهيل المباني شرح اردو مختصرا المعاني : مُحَمّد بن مهر الدين.

(٦) عطائے رباني شرح مختصر المعاني : يار مُحَمّد خان قادري.

(٧) تشريح المباني : عتيق الرحمٰن قاسمي.

(٨) إيضاح المعاني في شرح مقدّمة مختصر المعاني.

(فارسي)

(١) توضيح المباني في شرح مختصر المعاني : مُحَمّد جواد (١٤٢٤ ھ).

(٤) ملخّصات المختصر

(١) البلاغة الصافية : أنور بد خشاني.

(٢) خلاصة مختصرالمعاني : ابن الحبيب الفائز.

(٣) خلاصة مختصر المعاني ــ مولانا عبد الرؤف مانسهروي.

(٥) الكتب المفيدة للطلّاب مع هذا الكتاب

এই কিতাবের পাশাপাশি দু'টি কিতাব পড়া যেতে পারে। মূল কিতাব বোঝার জন্য, প্রত্যেক সবকের পূর্বে সবকের মূল পাঠ বুঝে নেওয়ার জন্য «البلاغة الصّافية» দেখা যেতে পারে আর ফন বোঝার জন্য «جواهر البلاغة» পড়া যেতে পারে। আর কিতাবের ইবারত বোঝার জন্য শাইখুল হিন্দ (রহ.)-এর হাশিয়াই যথেষ্ট।

(٢) الكلام حول المصنِّف العلام رحمه الله رحمة واسعة

مقدّمة الكتاب-এর দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় হলো مصنِّف। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি মুসান্নিফ (রহ.)-এর জীবনীর ক্ষেত্রে আমরা শুধু পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করবো। পাঁচটি বিষয় নিম্নে প্রদত্ত হলো—

(১) নাম ও লকব

সা'দউদ্দিন মাসউ'দ বিন উমর বিন আব্দুল্লাহ আত্-তাফতাযানী।

(২) জন্ম-মৃত্যু

তিনি ৭২২ হিজরির সফর মাসে তাফতাযান নামক শহরে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৭৯২ হিজরির মুহাররমের ২২ তারিখে সমরকন্দ শহরে ইন্তেকাল করেন।

(৩) উস্তাদ-ছাত্র

أساتذته : (١) شيخ عضد الدين (٢) قطب الدين رازي

تلامذته : (١) شمس الدين محمَّد بن أحمد حضرمي صاحب «التذكرة النصيرية» (٢) أبو الحسن برهان الدين

(৪) তাঁর লিখিত কিতাব

(١) تهذيب المنطق (٢) مختصر المعاني (٣) المطول (٤) شرح العقائد (٥) التلويح

(৫) তাঁর ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের উক্তি

(١) قال العلماء : انتهى إليه العلم في بلاد الشرق.

(٢) قال السيد أحمد الطحطاوي : انتهى إليه رئاسة المذهب الحنفية في زمانه.

(٣) قال العلامة الكفوي : إنه عجوبة الزمان ليس له نظير في كبار العلماء.

আমরা সাধারণত কোনো কিতাব শুরু করার পূর্বে মুসান্নিফ (রহ.)-এর জন্ম-সাল, মৃত্যু-সাল, তাঁর ছাত্র-উস্তাদ, আর তার কিছু লেখা-লেখী সম্পর্কে অবগত হই এবং এটাকেই যথেষ্ট মনে করি। কিন্তু এসব জানার দ্বারা আমরা মুসান্নিফ (রহ.)-কে কাছ থেকে অনুভব করতে পারি না। এমন অনেক ব্যক্তিত্ব আছে আমরা যাদের জন্ম-সাল বা মৃত্যু-সাল কিছুই জানিনা, তা সত্ত্বেও বহু ক্ষেত্রে আমরা তাদের অনুসরণ করি। কারণ, তাদের ব্যাপারে আমরা এমন কিছু জানি, যার কারণে আমাদের মনে তাদের ব্যাপারে একটা অবস্থান সৃষ্টি হয়েছে। যা আমাদেরকে তাদের অনুসরণের অনুপ্রেরণা দেয়। তাই আমরা যদি শুধুমাত্র আল্লামা তাফতাযানী (রহ.)-এর জন্ম-সাল, মৃত্যু-সাল জেনেই সন্তুষ্ট হই, তাহলে আমরা তাকে কাছ থেকে অনুভব করতে পারব না এবং তাঁর প্রতি আমাদের মনে বাস্তবিক অর্থে শ্রদ্ধা ও মহানুভবতা জন্মাবে না। আর কারো থেকে বাস্তবিক অর্থে উপকৃত হতে হলে তার সাথে দিলের একটা সম্পর্ক থাকা জরুরী। মানুষ যাকে যেমন জানে তার কথাটা ঐভাবেই গ্রহণ করে।

অনেক সময় ব্যক্তি ইচ্ছা করলেও এর চেয়ে ভালো ভাবে গ্রহণ করতে পারে না। সুতরাং আমাদেরকে বাস্তবিক অর্থেই আল্লামা তাফতাযানী (রহ.)-কে চিনতে হবে। যেন তার প্রতি আমাদের অন্তরে মুহাব্বত সৃষ্টি হয়। এজন্য আমরা এখন তার জীবনের দু'টি দিক সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহু তা'আলা।

আল্লামা তাফতাযানী (রহ.)-এর জীবন থেকে আমরা বিশেষভাবে দু'টি বিষয় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি :

(١) جهد مستمرّ لطلب العلم ونتيجته (٢) الغيرة الدينية

(١) جهد مستمرّ لطلب العلم ونتيجته

হীনম্মন্য ব্যক্তির জন্য আল্লামা তাফতাযানী (রহ.)-এর এ ঘটনাটি ضرب المثل হতে পারে। আল্লামা সা'দউদ্দীন তাফতাযানী (রহ.) তাঁর পড়াশোনার শুরুর যমানায় অনেক দুর্বল ছিলেন। তাঁর উস্তাদ ছিলেন আল্লামা ইয্যুদ্দীন (রহ.)। তাফতাযানী (রহ.) এতটাই দুর্বল ছাত্র ছিলেন যে, মাঝে-মাঝে তিনি উস্তাদের দরসে অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে বসতেন। যার কারণে উস্তাদ মাঝে-মাঝেই বিব্রত হতেন। আর তিনি এতটুকুও বুঝতে পারতেন না, কোন্ কথা দরসের সাথে সম্পর্কযুক্ত আর কোন্ কথা সম্পর্কহীন। তার এসব বোকামির কারণে তার ছাত্রভাইরা তাকে নিয়ে অনেক হাসাহাসি করত। দরসে তিনি মুখ খুললেই সবাই খিলখিল করে হেসে উঠত।

তার পিতা ছিলেন ক্বাযী। তার ভাইয়েরাও অনেক বড়-বড় আলেম ছিলেন। তারা একবার তাকে বললেন— 'মাসউদ! তুমি কাজ করো, তোমার আর পড়ালেখা করার দরকার নেই। দুনিয়াবী লাইনে কাজ করে হয়ত তুমি কিছু করতে পারবে'। তাফতাযানী (রহ.) এমন একজন লোক ছিলেন, যিনি কোনো-দিন হাল ছেড়ে দেননি, সর্বদা চেষ্টা করতেন। তার ভাইদের প্রস্তাবের উত্তরে তিনি আর কয়েকটা দিন সময় চান। যদি এর ভিতরে হয়, তাহলে তো ভালো, অন্যথায় পড়ালেখা ছেড়ে দিবেন। তারপর একদিন রাত্রে তিনি পড়ছিলেন। পড়তে-পড়তে হঠাৎ তিনি কিতাবের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। স্বপ্নে দেখেন, একজন লোক তার কাছে এসে বলছে, 'সা'দ! চল, আমরা ঘুরে আসি'। উত্তরে তিনি বললেন— 'আমি এমনিতেই পড়া পারিনা, তার উপর কিসের ঘোরাঘুরি। তারপর তিনি ঘুম থেকে জেগে যান আবার পড়তে শুরু করেন। কিছুক্ষণ পর আবার ঘুমিয়ে পড়েন। এবং একই স্বপ্ন দেখেন, এভাবে পরপর তিনবার একই ঘটনা ঘটে, আর তিনিও একই উত্তর দেন। চতুর্থবার যখন ঘুমান, তখন স্বপ্নে একজন ব্যক্তি এসে বলল— 'এসো সা'দ রাসূল ﷺ তোমায় ডাকছেন'। তিনি লোকটির সাথে রওয়ানা হলেন। এক জায়গায় পৌঁছে দেখলেন। রাসূল ﷺ সাহাবীদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে বসে আছেন। তাকে দেখে রাসূল ﷺ বললেন— 'কী সা'দ! তোমাকে এত ডাকলাম, তুমি যে আসলে না? তিনি উত্তরে বললেন— ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি তো বুঝতে পারিনি'। তখন বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সাথে রাসূল ﷺ এর কথাবার্তা হয়। এক পর্যায়ে তিনি তার মেধা দুর্বল হওয়ার অভিযোগ করেন। তখন রাসূল ﷺ তাকে বললেন— "إفتح فمك"। তখন তিনি হাঁ করলেন। আর রাসূল ﷺ তার মুখে থুথু দিয়ে দিলেন। এখানেই স্বপ্ন শেষ।

আমাদের দেশে সাধারণত কিতাবের খুতবাটি বালাগাত ভিত্তিক পড়ানো হয়। কিন্তু ছাত্ররা এ বিষয়ে জ্ঞান স্বল্পতার কারণে ঐ সমস্ত আলোচনা থেকে যথাযথ উপকৃত হতে পারে না। বরং একটা সময় তারা এসব আলোচনাকে অনর্থক ও বোঝা মনে করে। পরিক্ষার সময় কেবল মুখস্থ করে নেয়। ফলে আলোচনাগুলো অতিগুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী হওয়া সত্ত্বেও ছাত্রদের ইল্‌মী ইসতি'দাদ সামান্যও বৃদ্ধি করে না। তাই আমরা ইচ্ছা করেছি, استعارة . تشبيه গুলো যেহেতু পড়তেই হয়, আমরা এমনভাবে পড়বো, যেন খুতবার মধ্যে পূর্ণ علم البلاغة-এর إجراء হয়ে যায়। সে সুবাধে আমরা এখন علم البديع ও علم البيان-এর সাথে সম্পৃক্ত অতিগুরুত্বপূর্ণ ও অধিক ব্যবহৃত কিছু اصطلاح নিয়ে আলোচনা করবো। আলোচনাগুলো গতানুগতিক ধারা থেকে অনেকটা ভিন্ন হবে। إجراء-এর সুবিধার্থে এবং বিষয়গুলো মূল থেকে বোঝার জন্য নিজ ভাষায় ও আপন তরজে হবে। আল্লাহর উপর ভরসা করে নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি— এখানে যতটুকুই আলোচনা করা হয়েছে, যদি কেউ তা ভালোভাবে আত্বস্থ করে পূর্ণ খুতবায় যেভাবে এই বিষয়গুলোর إجراء করা হয়েছে, তা ধৈর্যের সাথে পড়ে, তাহলে ইনশাআল্লাহু তা'আলা— তার মধ্যে কোরআনের বালাগাত বোঝার এক ধরণের যোগ্যতা তৈরি হয়ে যাবে। এবং কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় সে বালাগাত দেখতে থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে কোরআনের বালাগাত বোঝার তাওফিক দান করুন। আমীন।

علم البديع

المحسِّنات اللّفظية

علم البديع-এর উদ্দেশ্য হলো, একটি كلام পরিপূর্ণ فصيح – بليغ হওয়ার পাশাপাশি তাতে অতিরিক্ত لطائف ও خصائص এর রে'আয়াত করা; যা দ্বারা বাক্যে এক ধরণের لطف অনুভব হয়। এ কারণেই তাকে توابع البلاغة বলা হয়।

علم البديع কখনো অর্থগত সৌন্দর্যের জন্য আসে। ويقال لها المحسِّنات المعنويَّة। আবার কখনো শব্দগত সৌন্দর্যের জন্য আসে। ويقال لها المحسِّنات اللفظية। আমরা প্রথমত محسِّنات لفظية-এর একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। এর দ্বারা আমরা علم البديع-এর সৌন্দর্যের ধরণের সাথে পরিচিত হতে পারবো। আর তা হলো, 'তার সৌন্দর্য ও لطف (মজা) শব্দের নিজস্ব নয়; বরং عارضي। উক্ত عارضي বিষয়ের কারণে শব্দের মধ্যে অতিরিক্ত এক ধরণের স্বাদ অনুভব হয়'।

جِناس

কখনো এরকম হয় যে, দু'টি শব্দ দেখতে এক, তবে তার অর্থ ভিন্ন-ভিন্ন; যার দ্বারা কথার মাঝে আলাদা لطف অনুভব হয়। এ বিষয়টি একটি উদাহরণ দ্বারা আরো স্পষ্ট হবে। যেমন : একদিকে একটি আপেল ও একটি আম, যেগুলো দেখতেও ভিন্ন স্বাদেও ভিন্ন। অন্যদিকে দেখতে একই রকম দু'টি আপেল কিন্তু একটির মাঝে আপেলের স্বাদ, আর অপরটির মাঝে আমের স্বাদ। তাহলে অবশ্যই দেখতে একই রকম ভিন্ন-ভিন্ন স্বাদ-বিশিষ্ট দু'টি আপেল খেতে বেশি মজা লাগবে। কেননা এখানে আলাদা একটা ভালো লাগা কাজ করবে। কারণ, মানুষ স্বাভাবিকভাবেই এরকম আশ্চর্যজনক বিষয়ের প্রতি একটু বেশিই আগ্রহী হয়ে থাকে। তো এখানে যে আলাদা একটা ভালো-লাগা কাজ করছে, তা কিন্তু ফলের ভিতরগত নিজস্ব স্বাদের কারণে নয়, বরং বহিরাগত অন্য একটি বিষয়ের কারণে। আর তা হলো আপেলের মধ্যে হুবহু আমের স্বাদ পাওয়া। এ স্বাদটা এতটাই বেশি যে, আপেলের আকৃতি-বিশিষ্ট ফলের মধ্যে আমের যে স্বাদ পাচ্ছে; আমের আকৃতি-বিশিষ্ট ফলের মধ্যে যদি তার চেয়ে তিন গুণ বেশি স্বাদও পেত, তাহলেও এতটা মজা লাগত না।

বাক্যের মধ্যে محسِّنات لفظية-এর স্বাদটাও এ ধরণের, আর বাক্যের মধ্যে আমরা এ বিষয়টার স্বাদ পরিপূর্ণরূপে তখনই বুঝতে পারবো, যখন আমরা নিজেদের কথার মাঝে এরকম শব্দ ব্যবহার করব। আর বাস্তবেই এ বিষয়টির প্রতি মানুষের সৃষ্টিগতভাবে এক ধরণের আকর্ষণ থাকে। আর এটাও কালামের সৌন্দর্যের একটি দিক। علم البديع-এর পরিভাষায় যাকে جناس বলে। অর্থাৎ, যার শব্দ এক বা কাছাকাছি, তবে তার অর্থ ভিন্ন-ভিন্ন। ভিন্ন অর্থবিশিষ্ট দু'টি শব্দের মধ্যে পরিপূর্ণ মিল থাকলে যেমন لطف অনুভব হয়, কখনো কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও لطف অনুভব হয়। তবে এ প্রকার থেকে হতে হলে ভিন্নতা সর্বোচ্চ এক অক্ষরে হতে পারবে।

এ হিসেবে (শব্দ ভিন্নতা হওয়া-না-হওয়া, হলে তার ধরন হিসেবে) **جناس দুই প্রকার :**

(١) جناس تام (٢) جناس غير تام

❖ **جناس تام : দু'টি শব্দ** عدد – نوع – ترتيب ও هيئة এ-চারটি বিষয়ের ক্ষেত্রে একরকম হওয়া।

(১) عدد : মানে হলো, দু'টি শব্দ পরস্পর حروف-এর সংখ্যায় এক হওয়া। অর্থাৎ, একটি শব্দে যদি তিনটি حرف থাকে, তাহলে অপরটির মধ্যেও তিনটি حرف থাকা। যদি চারটি থাকে, তাহলে অপরটির মধ্যেও চারটি থাকা।

(২) نوع : حرف-এর ধরণের ক্ষেত্রে শব্দ-দু'টি এক হওয়া। অর্থাৎ, একটির মধ্যে যে হরফগুলো আছে অপরটির মধ্যে হুবহু ঐ হরফগুলোই হওয়া। মানে, একটার حرف যদি হয় ن – ص – ر, তাহলে অপরটির হরফগুলোও এরকম হওয়া। ن– ص– ف এরকম না হওয়া।

(৩) ترتيب : أن يتحدّا في ترتيب الحروف। অর্থাৎ, দু'টি শব্দের একটির حروف যদি ن – ص – ر এই তারতীবে হয়, তাহলে অপরটির হরফগুলোও এই তারতীবে হওয়া। ر– ص– ن এরকম ভিন্ন না হওয়া।

(৪) هيئة : أن يتحدّا في الحركات والسكنات। অর্থাৎ একটি نَصرٌ (نون-এ فتحة-এর সাথে) আরেকটি نِصرٌ , (نون-এ كسرة-এর সাথে) এরকম না হওয়া, বরং দু'টি শব্দের حركت ও سكون গুলোও হুবহু এক হওয়া।

❖ **جناس تام চার প্রকার :**

(١) مُماثِل (٢) مستَوْفِي (٣) مُتشابِه (٤) مَفرُوق

جناس تام চার প্রকারে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ : দু'টি শব্দ চারো দিক দিয়ে এক হয়ে مفرد – مركب-এর ক্ষেত্রেও এক হবে বা ভিন্ন-ভিন্ন হবে। উভয়টি مفرد হয়ে যদি كلمة-এর ধরণের ক্ষেত্রেও এক হয়, তাহলে مماثل, অন্যথায় مستوفي। আর যদি একটি مفرد আরেকটি مركب হয়ে লিখার ক্ষেত্রে উভয়টি এক হয়, তাহলে তা متشابه, অন্যথায় তা مفروق।

(১) مماثل : দু'টি শব্দ চারো দিক থেকে মিল থাকার পর যদি উভয়টি এক প্রকার থেকে অর্থাৎ এক ধরণের শব্দ হয়। অর্থাৎ, উভয়টি اسم - اسم অথবা উভয়টি فعل - فعل হয়, তাহলে তাকে مماثل বলে। যেমন :

لم نَلْقِ غيرَك **إنسانا** يُلاذ به ۞ فلا برحتَ لعين الدَّهر **إنسانا**

অর্থ : আমরা আপনি ভিন্ন এমন কোনো মানুষের সাক্ষাত পাইনি, যার আশ্রয় নেওয়া হয়।
আপনিই তো যুগের চোখের (যুগ নামক চোখের) তারা ছিলেন, আছেন ও থাকবেন।

উক্ত শে'রের মধ্যে محل الاستشهاد হলো "إنسان" শব্দ-দু'টি; যেগুলো দেখতে হুবহু এক। আবার উভয়টি اسم ও বটে, কিন্তু অর্থের ক্ষেত্রে ভিন্ন-ভিন্ন। প্রথম "إنسان"-এর অর্থ হলো 'মানুষ'। আর দ্বিতীয় "إنسان"-এর অর্থ হলো 'চোখের তারা'। একই শব্দ ভিন্ন-ভিন্ন অর্থ দেওয়াতে বাক্যে এমন لطف অনুভব হচ্ছে —যদি 'মানুষের' জন্য "إنسان" আর 'চোখের তারার' জন্য حدَقَة শব্দ ব্যবহার করা হতো, তাহলে এমন لطف অনুভব হতো না। علم البديع-এর ভাষায় একেই جناس مماثل বলা হয়।

علم البيان

علم البلاغة-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো علم البيان। বলা হয়— "البيان هو البلاغة"। আমরা জানি, علم البيان-এর মূল আলোচ্য বিষয় তিনটি :

(١) تشبيه (٢) مجاز (٣) كناية

استعارة তো مجاز-এরই একটি প্রকার। আমরা যদি সহজ ও সংক্ষেপে বোঝার জন্য বলি তাহলে বলা যায় علم البيان হলো— استعمال اللفظ في غير ماهوله

অর্থাৎ 'শব্দকে তার ماهوله অর্থাৎ শাব্দিক অর্থে ব্যবহার না করে غير ماهوله-এর জন্য ব্যবহার করা'।

কারণ علم البيان-এর মূল সংজ্ঞা হলো— إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه

একটি মর্ম একাধিক ভাবে ব্যক্ত করাই علم البيان-এর মূল প্রতিপাদিত বিষয়। তবে কেবল একাধিকভাবে ব্যক্ত করলেই হবে না, বরং এই একাধিক পদ্ধতিগুলো মর্মকে বোঝানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের হতে হবে। বাক্যের প্রতিটি শব্দকে যদি তার حقيقي অর্থে ব্যবহার করা হয়, তাহলে একটি মর্ম বোঝাতে যত ধরণের ইবারত নেওয়া হোক, সবগুলোই মর্মটি সমান ভাবে বোঝাবে। কোনোটি অপরটির তুলনায় স্পষ্ট বা অস্পষ্ট হবে না। (শব্দগুলো ফসীহ্ ও প্রচলিত হওয়ার শর্তে)। স্পষ্টতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের হওয়ার উপায় হলো, মর্মটি যদি একবার তার حقيقي – ألفاظ-এ ব্যক্ত করা হয়, তাহলে আরেকবার غير حقيقي –ألفاظ-এ ব্যক্ত করা, তাহলে غير حقيقي টা حقيقي–এর তুলনায় অস্পষ্ট হবে। আর একটি মর্ম বোঝানোর জন্য যে-কোনো غير حقيقي – ألفاظ ব্যবহার করলেই তো হবে না। কারণ মর্মের সাথে ঐ সমস্ত ألفاظ–এর কোনো সম্পর্ক না থাকলে তো ঐ সমস্ত ألفاظ দিয়ে উক্ত মর্ম বোঝা যাবে না, তাই মর্মের সাথে ঐ সমস্ত ألفاظ–এর تلازم–এর সম্পর্ক থাকতে হবে। আর تلازم–এর সম্পর্ক বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। কারণ, تلازم কখনো بلا واسطة হয়। আবার কখনো بالواسطة হয়। بالواسطة হলে واسطة এক বা একাধিক হতে পারে। واسطة যত বৃদ্ধি পাবে, ألفاظ গুলো উক্ত মর্মটি বোঝানোর ক্ষেত্রে তত অস্পষ্ট হবে। সুতরাং বোঝা গেল, শব্দ যখন তার غير ماهوله–এর জন্য ব্যবহার করা হবে, তখনই স্পষ্টতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। এজন্য علم البيان–এর মধ্যে শব্দ তার غير ماهوله–এর মধ্যে কিভাবে ব্যবহার করা যায়, তা নিয়েই গবেষণা করা হয়।

শব্দ তার غير ماهوله–এর মধ্যে ব্যবহার করার প্রথমত দু'টি পদ্ধতিই হতে পারে।

(১) শব্দটি তার ماهوله বোঝানোর পাশাপাশি غير ماهوله–কেও বোঝাবে।

(২) শব্দটি তার ماهوله–কে একেবারেই বোঝাবে না বরং প্রথম থেকেই তাকে غير ماهوله–এর জন্য ব্যবহার করা হবে। এই হিসেবে মূলত علم البيان–এর আলোচ্য বিষয় দু'টি : (১) مجاز (২) كناية।

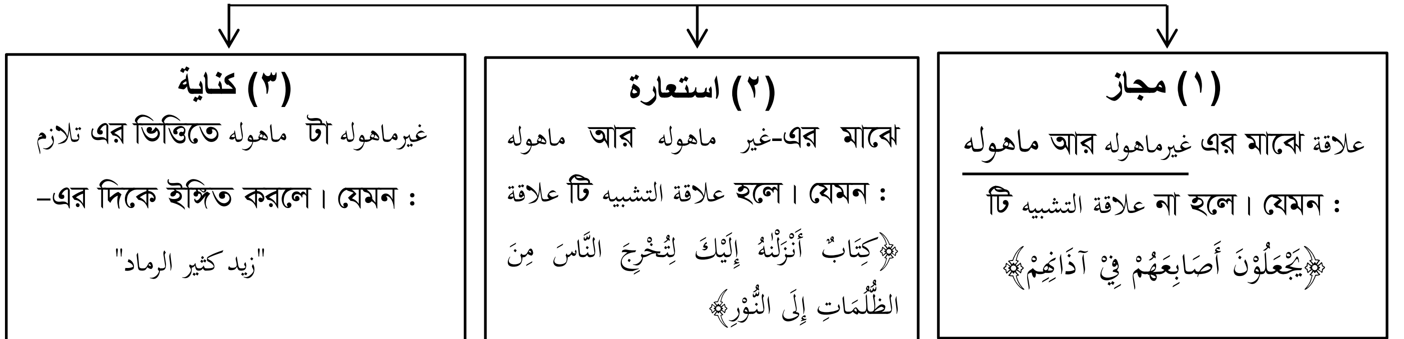
আর تشبيه মূলত مجاز বোঝার জন্য বোঝা জরুরী। কেননা ماهوله আর غير ماهوله–এর মাঝে علاقة হয়ত مشابهة জাতীয় হবে অথবা অন্য কোনো ধরণের হবে। যদি مشابهة জাতীয় সম্পর্ক হয়, তাহলে তাকে استعارة বলে।

আর غير مشابهة জাতীয় সম্পর্ক হলে তাকে مجاز مرسل বা مجاز مطلق বলে। তো এই مشابهة–এর সম্পর্ক বোঝাটা تشبيه বোঝার উপর মওকুফ। তাই علم البيان-এর শুরুতে تشبيه-এর আলোচনা করা হয়।

ترجمة আর غير ماهوله বোঝার জন্য প্রথমত একটি বিষয় বুঝতে হবে। তা হলো معنى (অর্থ) আর ترجمة (ভাষান্তর)-এর মধ্যকার পার্থক্য।

যে-কোনো শব্দকে কোনো-না-কোনো একটি নির্দিষ্ট বস্তু বোঝানোর জন্যই গঠন করা হয়েছে। যেমন: قلم – كرّاسة এগুলোকে একটি বিশেষ আকৃতি বোঝানোর জন্য গঠন করা হয়েছে। আমরা যে বলি, 'كرّاسة অর্থ খাতা'; এটা শাব্দিক অর্থে সঠিক নয়। বরং كرّاسة–এর ভাষান্তর হলো 'খাতা'। আর كرّاسة বলার দ্বারা আমরা যে সাদা কাগজের টুকরোগুলো বুঝি, তা হলো كرّاسة শব্দের 'অর্থ'। সুতরাং শব্দ যদি ঐ অর্থে ব্যবহৃত হয় যার জন্য তাকে গঠন করা হয়েছে, তখন বলা হয় শব্দটি তার ماهوله-এর জন্য (অর্থাৎ শব্দটি যার জন্য গঠিত তার জন্য) ব্যবহৃত হয়েছে। আর তাকেই حقيقة বলে। আর যদি শব্দটি তার ماهوله থেকে বেরিয়ে এসে غير ماهوله-এর জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহলে তাকে مجاز বলে। কারণ, শব্দটি তার মূল অর্থ অতিক্রম করে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

كناية বলে ماهوله বলে غير ماهوله উদ্দেশ্য নিতে চাইলে উভয়টির মাঝে অবশ্যই تلازم–এর সম্পর্ক থাকতে হবে। مجاز উভয়টির মাঝেই উক্ত تلازم–এর সম্পর্ক থাকে। كناية–এর মাঝে تلازم বেশি স্পষ্ট, আর مجاز-এর মাঝে অস্পষ্ট। তাই বোঝার স্বার্থে مجاز-এর ক্ষেত্রে تلازم-এর সম্পর্ক না বলে علاقة–এর সম্পর্ক বলা হয়। আর علاقة যদি علاقة التشبيه হয়, তাহলে তা استعارة, অন্যথায় তা مجاز مرسل। সুতরাং আমরা বলতে পারি, علم البيان-এর মধ্যে বড় শিরোনামে মোট তিনটি বিষয় আলোচনা করা হয়। (১) مجاز (২) استعارة (৩) كناية। নিচের ছকে প্রতিটি বিষয় তার সংজ্ঞা এবং উদাহরণসহ উল্লেখ করা হলো—



(١) مجاز

خطبة الشارح

“যে-কোনো ফনের কিতাবের খোতবা হওয়া উচিত ঐ ফনের রঙে, আর তা পড়া দরকার ঐ ফনের ঢঙে”।

الدرس الأول

خطبة الشارح مع الترجمة

খোতবার তরজমা	نص الخطبة
(২) অসীম দয়ালু পরম করুণাময় আল্লাহর নামেই (লিখছি)।	(٢) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
(৩) আমরা তোমার প্রশংসা করছি। হে ঐ সত্তা যিনি আমাদের বক্ষকে খুলে-খুলে বর্ণনা করেছেন, বর্ণনা সংক্ষিপ্ত করার জন্য, মর্মগুলো সুস্পষ্ট করার পাশাপাশি। (যিনি মর্ম সুস্পষ্ট করার পাশাপাশি বর্ণনা সংক্ষিপ্ত করার জন্য আমাদের অন্তরগুলো খুলে দিয়েছেন)।	(٣) نَحْمَدُكَ يَا مَنْ شَرَحَ صُدُوْرَنَا لِتَلْخِيْصِ الْبَيَانِ فِيْ إِيْضَاحِ الْمَعَانِيْ،
وَنَوَّرَ قُلُوْبَنَا بِلَوَامِعِ التِّبْيَانِ مِنْ مَطَالِعِ الْمَثَانِيْ، (৪) (উদাহরণস্বরূপ, এ-বাক্যটির চার তারকীব অনুযায়ী চারটি অর্থ দেয়া হলো) (١ـ معنى إضافة الموصوف إلى الصفة يعني : باللّوامع المبيّنة من مطالع المثاني، و"مِنْ" بيانيّة، و"التبيان": مصدر بمعنى اسم المفعول). ১। এবং যিনি আমাদের অন্তরগুলোকে আলোকিত করেছেন, সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত উজ্জল বিষয়াদি অর্থাৎ কোরআনে কারীমের উদয়স্থলসমূহ দ্বারা। (٢ـ معنى إضافة المشبّه به إلى المشبّه، واللّوامع صفة للموصوف المحذوف أي : النّجوم يعني : بالتّبيان كالنّجوم اللّامعة، و"مِنْ" بيانيّة).	(٤) وَنَوَّرَ قُلُوْبَنَا بِلَوَامِعِ التِّبْيَانِ مِنْ مَطَالِعِ الْمَثَانِيْ،

২। যিনি আমাদের অন্তরগুলো আলোকিত করেছেন, উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহের ন্যায় দলীলপূর্ণ বর্ণনা অর্থাৎ কোরআনে কারীমের উদয়স্থলসমূহ দ্বারা।

(٣ـ معنى إضافة المشبّه به إلى المشبّه، واللّوامع صفة للموصوف المحذوف أي : النّجوم يعني : بالتّبيان كالنّجوم اللّامعة، و"مِنْ" سببيّة).

৩। যিনি আমাদের অন্তরগুলো আলোকিত করেছেন, উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহের ন্যায় দলীলপূর্ণ সুস্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা (যেগুলো সুস্পষ্ট হয়েছে) কোরআনে কারীমের উদয়স্থলসমূহের কারণে/মাধ্যমে। (এবং যিনি কোরআনে কারীমের উদয়স্থলসমূহের কারণে উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহের ন্যায় দলীলপূর্ণ সুস্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা আমাদের অন্তরগুলো আলোকিত করেছেন)।

(٤ ـ معنى إضافة المشبّه به إلى المشبّه يعني : بالتّبيان كالنّجوم اللّامعة، و"من" حاليّة).

৪। যিনি আমাদের অন্তরগুলো আলোকিত করেছেন, উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহের ন্যায় দলীলপূর্ণ সুস্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা। এমতাবস্থায় যে, ওগুলো কোরআনে কারীমের উদয়স্থল।

(٥) وَنُصَلِّيْ عَلٰى نَبِيِّكَ مُحَمَّدِنِ الْمُؤَيَّدِ دَلَائِلُ إعجازِهِ بِأَسْرَارِ الْبَلَاغَةِ، وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْمُحْرِزِيْنَ قَصَبَاتِ السَّبْقِ فِيْ مِضْمَارِ الْفَصَاحَةِ وَالْبَرَاعَةِ.

(৫) এবং আমরা তোমার নবী মোহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি দুরূদ পাঠ করছি, যার إعجاز অর্থাৎ মু'জেজার দলীলসমূহ মজবুত করা হয়েছে বালাগাতের রহস্যাবলি দ্বারা এবং (দুরূদ পাঠ করছি) তার পরিবার ও সমস্ত সাহাবাদের উপর, যারা শ্রেষ্ঠত্ব ও ফাসাহাতের ময়দানে অগ্রগামিতার লাঠি অর্জনকারী।

(٦) وَبَعْدُ: فَيَقُوْلُ الْعَبْدُ الْفَقِيْرُ إِلَى اللهِ الْغَنِيِّ مَسْعُوْدُ بْنُ عُمَرَ ـــالْمَدْعُوُّ بِسَعْدِ التَّفْتَازَانِيِّــ هَدَاهُ اللهُ سَوَاءَ الطَّرِيْقِ، وَأَذَاقَهُ حَلَاوَةَ التَّحْقِيْقِ، قَدْ كُنْتُ شَرَحْتُ فِيْمَا مَضٰى «تَلْخِيْصَ الْمِفْتَاحِ»، وَأَغْنَيْتُهُ بِالْإِصْبَاحِ عَنِ الْمِصْبَاحِ،

(৬) (وبعد الحمد والصلاة الكلام هذا) আর হাম্‌দ ও সালাতের পর বক্তব্য এই, অতএব অমুখাপেক্ষী আল্লাহর দরবারে মুখাপেক্ষী বান্দা ‘মাসঊদ ইবনে উমর’ বলছে —যাকে সা’দ আত্‌তাফতাযানী নামে ডাকা হয়— আল্লাহ্ তা’আলা তাকে সরল পথ দেখাক এবং গবেষণার মিষ্টতা আস্বাদন করাক। আমি অতিতে «تلخيص المفتاح»-এর শরাহ্ করেছিলাম এবং আমি তাকে প্রভাত দ্বারা প্রদীপ থেকে অমুখাপেক্ষী করেছিলাম।

(٧) وَأَوْدَعْتُهُ غَرَائِبَ نُكَتٍ سَمَحَتْ بِهَا الْأَنْظَارُ،

(৭) এবং তাতে অতি দূর্লভ সূক্ষ্মবিষয়াদি গচ্ছিত রেখেছিলাম যেগুলো চিন্তা-ফিকির বের করে দিয়েছে/যেগুলো চিন্তা-ফিকির অনুমোদন করেছে।

(٨) وَوَشَّحْتُهُ بِلَطَائِفَ فِقَرٍ سَبَكَتْهَا يَدُ الْأَفْكَارِ،

(৮) এবং তাকে আমি চমৎকার সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম অন্ত্যমিলপূর্ণ বাক্যবলি দ্বারা সাজিয়েছিলাম, যেগুলো গবেষণার হাত ঢেলে দিয়েছে।

(٩) ثُمَّ رَأَيْتُ الْكَثِيْرَ مِنَ الْفُضَلَاءِ، وَالْجَمَّ الْغَفِيْرَ مِنَ الْأَذْكِيَاءِ سَأَلُوْنِيْ صَرْفَ الْهِمَّةِ نَحْوَ اخْتِصَارِهِ، وَالْاِقْتِصَارِ عَلٰى بَيَانِ مَعَانِيْهِ وَكَشْفِ أَسْتَارِهِ؛

(৯) অতঃপর আমি সম্মানিতদের অনেককে এবং মেধাবীদের বিরাট একটি দলকে দেখতে পেলাম; তারা আমার নিকট ইচ্ছা ফিরানোর আবেদন করছে, তা সংক্ষেপ করা এবং তার মর্মগুলো বর্ণনা করা ও তার পর্দাগুলো সরিয়ে দেওয়ার উপর সীমাবদ্ধ করার প্রতি।

(١٠) لِمَا شَاهَدُوْا مِنْ أَنَّ الْمُحَصِّلِيْنَ قَدْ تَقَاصَرَتْ هِمَمُهُمْ عَنِ اسْتِطْلَاعِ طَوَالِعِ أَنْوَارِهِ، وَتَقَاعَدَتْ عَزَائِمُهُمْ عَنِ اسْتِكْشَافِ خَبِيَّاتِ أَسْرَارِهِ،

(১০) কারণ, তারা প্রত্যক্ষ করেছে যে, শিক্ষার্থীগণ তাদের ইচ্ছা শক্তি অক্ষম হয়ে গিয়েছে উদিত আলোর উদয় কামনা থেকে এবং তাদের দৃঢ়সংকল্প দুর্বল হয়ে পড়েছে তার গোপন ভেদসমূহ উদ্‌ঘাটন করা থেকে।

(١١) وَأَنَّ الْمُنْتَحِلِّيْنَ قَدْ قَلَّبُوْا أَحْدَاقَ الْأَخْذِ وَالْاِنتِهَابِ، وَمَدُّوْا أَعْنَاقَ الْمَسْخِ عَلٰى ذٰلِكَ الْكِتَابِ،

(১১) আর কথা-চোরেরা ছিনতাই ও লুটপাটের চোখের পুতলি ঘুরাচ্ছে এবং তারা ঐ কিতাবের উপর বিকৃতির ঘাড় লম্বা/দীর্ঘ করছে।

(١٢) وَكُنْتُ أَضْرِبُ عَنْ هٰذَا الْخَطْبِ صَفْحًا، وَأَطْوِيْ دُوْنَ مَرَامِهِمْ كَشْحًا؛ عِلْمًا مِنِّيْ بِأَنَّ مُسْتَحْسَنَ الطَّبَائِعِ بِأَسْرِهَا، وَمَقْبُوْلَ الْأَسْمَاعِ عَنْ آخِرِهَا، أَمْرٌ لَا يَسَعُهُ مَقْدَرَةُ الْبَشَرِ، وَإِنَّمَا هُوَ شَأْنُ خَالِقِ الْقُوٰى وَالْقُدَرِ.

(১২) আর আমি এ বিষয়টি একেবারেই উপেক্ষা করছিলাম এবং তাদের উদ্যেশ্যের সামনেই (উদ্দেশ্য পূর্ণ করা ছাড়াই) কোমর গুটিয়ে নিচ্ছিলাম। আমার (এ কথা) জানা থাকার কারণে যে, সমস্ত তবিয়তে (সকল মানুষের নিকট) পছন্দনীয় হওয়া এবং সকল কানে (সবার কাছে) গ্রহণযোগ্য হওয়া (এটা) এমন একটি বিষয়, যেটা মানুষের ক্ষমতা আয়ত্ত করতে পারেনা। আর তা তো কেবল শক্তি ও ক্ষমতার সৃষ্টিকর্তার শান।

(١٣) وَأَنَّ هٰذَا الْفَنَّ قَدْ نَضَبَ الْيَوْمَ مَاؤُهُ، فَصَارَ جِدَالًا بِلَا أَثَرٍ، وَذَهَبَ رُوَاؤُهُ فَعَادَ خِلَافًا بِلَا ثَمَرٍ،

(১৩) আর এই ফন আজকাল তার পানি শুকিয়ে গিয়েছে, ফলে তা অর্থহীন বিতর্কে পরিণত হয়েছে। আর তার সুন্দর দৃশ্যগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে, ফলে তা ফলাফলবিহীন মতানৈক্যে রূপান্তরিত হয়েছে।

(١٤) حَتّٰى طَارَتْ بَقِيَّةُ آثَارِ السَّلَفِ أَدْرَاجَ الرِّيَاحِ، وَسَالَتْ بِأَعْنَاقِ مَطَايَا تِلْكَ الْأَحَادِيْثِ الْبِطَاحُ.

(১৪) এমনকি পূর্ববর্তীদের রেখে যাওয়া নিদর্শনগুলো বাতাসের পথে উড়ে গেছে এবং ঐ সমস্ত কথাগুলোর উটনীর (ঐ সমস্ত কথাওয়ালাদের) ঘাড়গুলোসহ নালা প্রবাহিত হয়েছে।

(١٥) وَأَمَّا الْأَخْذُ وَالْاِنتِهَابُ فَأَمْرٌ يَرْتَاحُ بِهِ اللَّبِيْبُ، فَلِلْأَرْضِ مِنْ كَأْسِ الْكِرَامِ نَصِيْبُ، وَكَيْفَ يُنْهَرُ عَنِ الْأَنْهَارِ السَّائِلُوْنَ، وَلِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُوْنَ.

(১৫) আর ছিনতাই এবং লুটপাট (তা) তো এমন একটি বিষয়, যার দ্বারা জ্ঞানীজন আনন্দিত হোন; 'কারণ সম্মানিতদের পেয়ালায় তো জমিনের জন্যও একটি অংশ থাকে', আর নদী থেকে তার প্রার্থীদেরকে কিভাবেই বা বারণ করা হবে এবং (আল্লাহর বাণী) 'এ ধরণের (মহাপ্রাপ্যের) জন্যই কর্মীদের কাজ করা উচিত'।

(١٦) ثُمَّ مَا زَادَتْهُمْ مُدَافَعَتِيْ إِلَّا شَغَفًا وَغَرَامًا، وَظَمَأً فِيْ هَوَاجِرِ الطَّلَبِ وَأُوَامًا.

(১৬) অতঃপর আমার প্রত্যাখ্যান তাদের প্রচণ্ড আকর্ষণ, তীব্র আকাঙ্খা এবং অন্বেষণের দ্বিপ্রহরে (দ্বিপ্রহরের ন্যায় অন্বেষণের) প্রবল পিপাসা ও প্রচণ্ড তৃষ্ণাই বৃদ্ধি করতেছিল।

(١٧) فَانْتَصَبْتُ لِشَرْحِ الْكِتَابِ عَلٰى وَفْقِ مُقْتَرَحِهِمْ ثَانِيًا وَلِعِنَانِ الْعِنَايَةِ نَحْوَ اخْتِصَارِ الْأَوَّلِ ثَانِيًا، مَعَ جُمُوْدِ الْقَرِيْحَةِ بِصِرِّ الْبَلِيَّاتِ، وَخُمُوْدِ الْفِطْنَةِ بِصَرْصَرِ النَّكَبَاتِ، وَتَرَامِي الْبُلْدَانِ بِيْ وَالْأَقْطَارِ، وَنُبُوِّ الْأَوْطَانِ عَنِّيْ وَالْأَوْطَارِ، حَتّٰى طَفِقْتُ أَجُوْبُ كُلَّ أَغْبَرَ قَاتِمِ الْأَرْجَاءِ، وَأُحَرِّرُ كُلَّ سَطْرٍ مِنْهُ فِيْ شَطْرٍ مِّنَ الْغَبْرَاءِ:

(১৭) কাজেই তাদের চাহিদানুযায়ী দ্বিতীয়বার কিতাবটি শরাহ্ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলাম, প্রথমটি সংক্ষিপ্ত করার প্রতি দৃঢ় ইচ্ছার লাগাম ফিরিয়ে; প্রচণ্ড ঠান্ডা বায়ুর ন্যায় বালামসিবতের কারণে তবীয়ত জমে যাওয়া ও ঝাঞ্ঝা বায়ুর ন্যায় নিত্যনতুন বিপদাপদের কারণে ধীশক্তি নিভে যাওয়া (সত্ত্বেও) এবং বিভিন্ন শহর ও অঞ্চল আমাকে নিক্ষেপ করা এবং মাতৃভূমি ও আসবাবপত্র আমার থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও। অবশেষে আমি প্রতিটি ধূলিময় অন্ধকারাচ্ছন্ন অঞ্চল অতিক্রম করতে লাগলাম এবং এর (শরাহর) একেকটি লাইন ধূসর ভূমির একেকটি খন্ডে লিপিবদ্ধ করতে লাগলাম।

(তো যেন আমার অবস্থা ছিল এই) শে'র—

فَيَوْمًا بِحُزْوٰى وَيَوْمًا بِالْعُقَيْقِ ۞ وَبِالْعُذَيْبِ يَوْمًا وَيَوْمًا بِالْخُلَيْصَاءِ

"একদিন হুযওয়ায় তো আরেকদিন উকাইকে,
আবার একদিন উযাইবে তো অন্যদিন খুলাইছায়"

(১৮) অতঃপর যখন আল্লাহর সাহায্য ও তাঁর অনুগ্রহে (এ শরাহ্‌টি) পূর্ণ করার তাওফীক প্রাপ্ত হলাম এবং পরিসমাপ্তির মাধ্যমে তার থেকে তার তাঁবু সরিয়ে নিলাম; তার সুন্দরী রমণীদের চেহারা থেকে নেকাব সরিয়ে নেওয়া এবং একক মনিমুক্তার ভান্ডার নরম ঘাসের অগ্রভাগে রাখার পর।	(١٨) ثُمَّ لَمَّا وُفِّقْتُ بِعَوْنِ اللهِ تَعَالٰى وَتَائِيْدِهِ لِلْإِتْمَامِ، وَقَوَّضْتُ عَنْهُ خِيَامَهُ بِا الْاِخْتِتَامِ، بَعْدَ مَا كَشَفْتُ عَنْ وُجُوْهِ خَرَائِدِهِ اللِّثَامَ، وَوَضَعْتُ كُنُوْزَ الْفَرَائِدِ عَلٰى طَرَفِ الثُّمَامِ.
(১৯) ফলে তা আল্লাহর প্রশংসায় এমন হয়ে আসলো যা দৃষ্টিকে মুগ্ধ করে, মেধার মরিচাকে দূর করে, আকলকে ধারালো করে এবং বয়ান শাস্ত্রবিদদের জ্ঞানকে আলোকিত করে। তাওফিক ও পথ প্রদর্শন আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয় এবং শুরু ও শেষে তারই উপর ভরসা, তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট ও অতি উত্তম কার্যনির্বাহী।	(١٩) فَجَاءَ بِحَمْدِ اللهِ كَمَا يَرُوْقُ النَّوَاظِرَ، وَيَجْلُوْ صَدْأَ الْأَذْهَانِ، وَيُرْهِفُ الْبَصَائِرَ، وَيُضِيْءُ أَلْبَابَ أَرْبَابِ الْبَيَانِ، وَمِنَ اللهِ التَّوْفِيْقُ وَالْهِدَايَةُ، وَعَلَيْهِ التَّوَكُّلُ فِي الْبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ، وَهُوَ حَسْبِيْ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

الدرس الثاني

بلاغة البَسملة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

অর্থ ঃ অসীম দয়ালু পরম করুণাময় আল্লাহর নামেই (লিখছি)।

এই বাক্যটির মধ্যে معاني, بيان ও بديع-এর সমাবেশ ঘটেছে।

(১) "بسم الله"-এর মাঝে علم المعاني পাওয়া গেছে।

(২) "الرحمٰن"-এর মাঝে علم البيان পাওয়া গেছে।

(৩) "الرحمٰن الرحيم"-এর মাঝে علم البديع পাওয়া গেছে।

(١) بلاغة "بسم الله"

بسم الله-এর মাঝে علم المعاني পাওয়া গেছে।

"بسم الله"-এর মাঝে একটি فعل উহ্য মানা হবে। কারণ, এর মধ্যে "باء" টি حرف جر। আর حرف جر বলা হয় ঐ حرف-কে, যা فعل বা معنى الفعل-কে টেনে এনে اسم-এর সাথে মিলিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে নিয়ম হলো, উক্ত متعلق فعل টি ইবারতে مذكور থাকবে-বা-থাকবে না। যদি مذكور থাকে, তাহলে مذكورটি حرف جر - فعل-এর সাথে হবে।

আর যদি فعل টি مذكور না থাকে, তাহলে محذوف মানতে হবে। এক্ষেত্রে দেখতে হবে, ইবারতের মধ্যে এমন কোনো قرينة আছে কিনা, যা কোনো فعل خاص-এর উপর دلالة করে। যদি এমন কোনো قرينة থাকে, তাহলে فعل خاص উহ্য মানা হবে। আর যদি কোনো قرينة না থাকে, তাহলে فعل عام উহ্য মানা হবে।

আমরা রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত হাদিসের উপর আমল করণার্থে যে-কোনো কাজের শুরুতে بسم الله পড়ি। কেননা, রাসূল ﷺ বলেন—— «كل أمرٍ ذِيْ بالٍ لمْ يبدأ ببسم الله فهو أقْطَع»

অর্থ : প্রত্যেক এমন শানদার কাজ যা আল্লাহ্ তা'আলার নামে শুরু করা হয়নি তা অসম্পূর্ণ।

আমরা যখন কোনো কাজের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্' পড়ি তখন আমাদের উদ্দেশ্য থাকে, আমাদের কাজটিকে সাহায্য ও বরকতের আসায় আল্লাহর নামের সাথে মিলানো। তাই প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন فعل خاص-কেই محذوف মানা হবে, যেই فعل টি উক্ত কাজকে বোঝাবে, যেন আমার কাজটিকে باعتبار الحقيقة না হলেও যথাসম্ভব আল্লাহর নামের সাথে মিলানো যায়। এক্ষেত্রে قرينة হলো, قرينة حالية। অর্থাৎ, 'আমাদের উক্ত অবস্থা'।

আমাদের قرينة حالية-ই নির্ধারণ করে দিবে আমরা কোন্ فعل টিকে উহ্য মানব। আর যেখানে فعل خاص উহ্য মানা সম্ভব সেখানে فعل عام উল্লেখ করাটা সাধারণ নিয়মের বিপরীত (خلاف القاعدة)।

শারেহ্ (রহ.) যেহেতু লেখা শুরু করছিলেন, তাই তার মনে "أَكْتُبُ" ফে'য়েলটি উহ্য ছিল। আর আমরা যেহেতু উক্ত কিতাব পড়া শুরু করব, তাই আমরা "أقرأ" ফে'য়েলকে উহ্য মানবো।

এবার আসা যাক, "أقرأ" ফে'য়েলটিকে শুরুতে উহ্য মানা হবে না-কি শেষে উহ্য মানা হবে? علم النحو-এর সাধারণ নিয়ম হলো, ফে'য়েলকে শুরুতে উহ্য মানা। لأن العامل يأتي قبل المعمول। আর বালাগাতের علم المعاني-এর কায়দা হলো : التأخير ما حقّه التقديم يفيد التأكيد والاختصاص

অতএব আমরা যদি ইলমুন্নাহুর কায়দা অনুযায়ী "أقرأ بسم الله" না-বলে বালাগাতের কায়দা অনুযায়ী "بسم الله أقرأ" বলি; তাহলে উক্ত বাক্যে تخصيص-এর অর্থ সৃষ্টি হবে। আর এখানে مقام-এর তাকাযাও কালামের মধ্যে تخصيص সৃষ্টি করা। সুতরাং বোঝা গেলো, فعل টি مؤخَّر মানার সূরতে كلام টি مقتضى الحال-এর مطابق হয়। অতএব ইলমুন্নাহুর সাধারণ قاعدة-এর تقاضى যদিও عامل আগে হওয়া। কারণ عامل - معمول -এর মধ্যে عامل হলো مقتضِي, আর مقتضِي - مقتضٰى-এর মধ্যে مقتضِي-ই আগে হয়; আর এটাই عقل ও فطرة-এর تقاضى। তা সত্ত্বেও عامل অর্থাৎ فعل টিকেকে مؤخَّر মানবো, যেন কথাটি مقتضى الحال-এর مطابق হয়ে বালাগাতের মানে উত্তীর্ণ হয়। আর এখানে مقام কী? এক্ষেত্রে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে।

(١) اهتمام لفظ الجلالة (٢) تعظيم (٣) تعريض

(১) اهتمام لفظ الجلالة :

প্রথম مقام টি হলো لفظي, অর্থাৎ مقام টি لفظ-এর সাথে সম্পৃক্ত। "أقرأ بسم الله"-এর "أقرأ" ফে'য়েলের মাঝে "قراءة" আর "أنا" এই দু'টি-শব্দ আছে। তারপর হলো لفظ الجلالة অর্থাৎ 'আল্লাহর নাম'। তাই "أقرأ" ফে'য়েলকে আগে আনা হলে الله শব্দের সম্মান রক্ষা করা হয়না। কারণ, মানুষের অভ্যাস হলো أهم فالأهم পদ্ধতিতে শব্দচয়ন করা। সুতরাং কোনো শব্দকে শুরুতে আনাটা তার اهتمام (গুরুত্ব পূণ্য হওয়া)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে। আর এই তিনটি শব্দের মধ্যে "الله" শব্দটি সবচেয়ে সম্মানিত ও গুরত্বপূর্ণ। সুতরাং "الله" শব্দটি শুরুতে আনাই হলো مقام-এর তাকাযা। কাজেই "الله" শব্দের সম্মানে বলা হবে— "بسم الله أقرأ"।

আর বাকী দু'টি مقام হলো معنوي। অর্থাৎ বাকি দু'টি মাকাম معنى-এর সাথে সম্পৃক্ত।

(২) تعظيم : ইলমুন্নাহুর সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী যদি উহ্য فعل টিকে مقدّم মেনে "بسم الله"-এর অর্থ করা হয়, তাহলে অর্থ হবে— 'আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি'। আর যদি বালাগাতের উল্লিখিত কায়দা অনুযায়ী "بسم الله"-এর অর্থ করা হয়, তাহলে অর্থ হবে— 'আমি আল্লাহর নামেই শুরু করছি'। এই দু'টি অর্থের মাঝে শব্দগত তেমন পার্থক্য না থাকলেও মর্মগত যে কত বিশাল পার্থক্য; তা আমরা একটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝতে পারি। এই দু'টি অর্থের মধ্যকার পার্থক্য আমরা যদি দুনিয়ার নিয়মে বুঝি, তাহলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। উদাহরণত : কেউ যদি কোনো মুরব্বির কাছে গিয়ে বলে— 'আমি আপনাকেই মানি। সবসময় আপনারই গুণগান গাই, এই বিপদে আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই', তাহলে মুরব্বি তার বিপদে এগিয়ে আসবে। পক্ষান্তরে সে যদি বলে— 'আমি আপনাকে মানি, মানুষের সাথে আপনার কথা বলি, আমাকে একটু সাহায্য করুন', তাহলে মুরব্বি তার প্রতি প্রথম বারের মত ঐ রকম টান অনুভব করবে না। আর তার এগিয়ে আসাটাও প্রথম বারের মত হবে না। কারণ, প্রথম সূরতে মুরব্বি ভাববে— 'এই মুহুর্তে আমি যদি তার জন্য কিছু না করি, তাহলে কে করবে?'

ফলে সে নিজের সবটুকু দিয়ে তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় সূরতে মুরব্বি ভাববে— 'সে আমাকে মানে ঠিক, তবে অন্যান্যদেরকেও তো সে আমার মতই মানে। তাই আমি তাকে সাহায্য না করলেও তাকে সাহায্য করার মত আরো অনেক লোক আছে'। সেই ভাবনা থেকেই তার এগিয়ে আসাটা আর প্রথম বারের মত হবে না।

দেখো, কথার আবেদনে সামান্য একটু পার্থক্য; কিন্তু তার প্রভাব কতটা গভীর! আল্লাহর সাথে আমরা বান্দাদের মু'আমালা ঠিক এমনই। আমরা যদি সকল কাজের শুরুতে শুধুই আল্লাহকে স্মরণ করি, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের দুনিয়ার ঐ সামান্য মুরব্বি থেকে হাজারগুণ বেশি বরকত দান করবেন। আর সকল কাজের শুরুতে আমরা যে শুধু আল্লাহকেই স্মরণ করি, উহ্য فعل টি مؤخّر মানার সূরতে তা বুঝে আসে। পক্ষান্তরে "أقرأ بسم الله" বলার দ্বারা আমরা এ চূড়ান্ত ফায়দা থেকে বঞ্চিত হবো।

এই যে দু'টি কথার ফলাফলে এত বড় পার্থক্য, কেন বলতে পারো? কারণ প্রথম কথাটি ব্যক্তির যতটুকু تعظيم বোঝায়, দ্বিতীয় কথাটি এর চেয়ে অনেক বেশি; বরং আনুগত্যের দ্বারা যতটুকু تعظيم প্রকাশ করা যায়, এর চূড়ান্তটা বোঝাচ্ছে। কারণ, সে বলছে— 'আমি আপনাকেই মানি'। এর মানে হলো, 'আমি আপনাকে ছাড়া আর কাউকে মানি না'। আর এটা আনুগত্য প্রকাশক চূড়ান্ত শব্দ। সুতরাং এর দ্বারা এক্ষেত্রে চূড়ান্ত تعظيم বুঝে আসবে। আর উক্ত مقام টি চূড়ান্ত تعظيم প্রকাশের স্থান। কারণ "بسم الله" বলে বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট স্বীয় কাজে যেন বরকত এবং তার পক্ষ থেকে সাহায্য পার্থনা করছে। আর সাধারণ নিয়ম হলো, ছোট বড়কে যত বেশি تعظيم করে, বড় তার প্রতি তত করুণার হাত বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং বান্দা যত বেশি তার রবের تعظيم প্রকাশ করতে পারবে, ততবেশি বরকত ও সাহায্য আসার সম্ভাবনা থাকবে। এজন্য فعل টি مؤخّر করাই উক্ত مقام-এর تقاضى।

(৩) تعريض : দ্বিতীয় معنوي কারণ হলো : تعريض (সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করা)। অর্থাৎ 'কথাটিকে এক অর্থে বলা এবং তা দ্বারা সূক্ষ্মভাবে ভিন্ন একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা'। মানে একটা বলে আরেকটা বোঝানো।

প্রথমত বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে বোঝা যাক। উদাহরণস্বরূপ মাহ্ফিলে বক্তা দান করার অনেক ফযিলত বর্ণনা করছেন। তখন ময়দানের এক কোণ থেকে 'যায়েদ' নামক এক ব্যক্তি দাড়িয়ে এক লক্ষ টাকা দান করল। আরেক কোণ থেকে 'উমর' নামক এক ব্যক্তি পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করল। তখন অপর এক ব্যক্তি বলল— 'ইখলাস থাকলে যায়েদের মধ্যেই আছে'। ভালো করে লক্ষ করলে বোঝা যাবে, সে যায়েদের প্রশংসা করার পাশাপাশি সূক্ষ্মভাবে উমরের নিন্দা করেছে। আর এটাই হলো تعريض।

এমনিভাবে আমরা যদি "بسم الله أقرأ"-এর অর্থ করি— 'আমি কেবল আল্লাহর নামেই পড়ছি', তাহলে শুধুমাত্র আমাদের বলার ভঙ্গি দ্বারাই আল্লাহ্ ছাড়া সকল ইলাহ্ বাদ পড়ে যাবে। আর "بسم الله" নাযিল হয়েছিল এমনই এক মূহুর্তে, যখন মক্কার মুশরিকরা তাদের প্রতিটি কাজের শুরুতে আল্লাহর নামের পাশাপাশি 'লাত' আর 'উজ্জা'কে স্বরণ করত। তাদের "بسم اللّات والعزّى"-এর বিপরীতে "بسم الله (أشرع)" নাযিল হয়। সুতরাং বোঝা গেলো, "بسم الله"-এর মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'আলার জন্য প্রত্যেক কাজের শুরুতে কেবল استحقاق تسميّة-এর সাবেত করাই নয়, বরং মূল উদ্দেশ্য হলো 'শিরককে নফী করা'।

(٢) بلاغة "الرَّحْمٰن"

الرحمٰن-এর মাঝে علم البيان পাওয়া গেছে। "الرحمٰن" শব্দটি "رحمة" থেকে مشتق। যার মূল অর্থ হলো, ("رِقّة القلب" অন্তর নরম হওয়া)। আর 'অন্তর নরম হওয়া'র তাকাযা হলো 'দয়া করা'।

উদাহরণস্বরূপ আমরা যখন রাস্তায় কাউকে আহত অবস্থায় দেখি, তখন প্রথমত আমাদের অন্তর নরম হয়। তারপর আমরা তার সাহায্যে এগিয়ে যাই।

অতএব "رحمة"-এর অর্থ যেহেতু "رقّة القلب", তাহলে "رحمٰن" অর্থ হবে "رقيق القلب"। যার অর্থ হলো 'নরম অন্তরের অধিকারী'। এই অর্থে আল্লাহকে "رحمٰن" বলা ভুল হবে। কেননা قلب হলো একটি মাংসপিণ্ড। আর আমরা সকলে জানি, আল্লাহর কোনো আকার নেই। তিনি সম্পূর্ণ নিরাকার। সুতরাং আল্লাহকে رحمٰن বলা হলে আল্লাহ্ مجسَّم (শরীর বিশিষ্ট) হওয়া لازم আসে। এমনিভাবে এই শব্দ আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষেত্রে ব্যবহারের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা متغير (পরিবর্তনশীল) হওয়া মেনে নেওয়া لازم হয়। কেননা رِقَّة القلب অর্থ 'কলব নরম হওয়া'। কোনো জিনিস নরম হতে হলে তার মাঝে সত্তাগতভাবে শক্ত হওয়ারও যোগ্যতা থাকতে হবে। আর নরম হওয়া, শক্ত হওয়া, এগুলো তো تغير বা পরিবর্তন।

والله تعالى مُنزَّه عن جميع التّغيّرات؛ لأن التغيّر صفة من صفات الحوادث؛ بل من أكبر الدلائل على أن الشيء حادث.

আর আমরা জানি, كلّ شيء يرجع إلى أصله। কেননা كل متغيّر حادث وكل حادث هالك।

সুতরাং বোঝা গেলো, এখানে رحمٰن শব্দকে আল্লাহর জন্য حقيقي অর্থে ব্যবহার করা অসম্ভব। তাই কারো 'অন্তর নরম হওয়া'টা তার দান করার سبب। আর 'নরম হওয়া'র কারণে 'দান করা'টা হলো مسبَّب।

আর আল্লাহর ক্ষেত্রে سبب অর্থাৎ 'মন নরম হওয়া' না পাওয়া গেলেও مسبَّب অর্থাৎ 'দান করা'টা পাওয়া যায়। তাই আমরা "رحمٰن" শব্দটিকে مجاز-এর উপর حمل করবো। আল্লাহর ক্ষেত্রে এখানে سبب বলে مسبَّب উদ্দেশ্য নেওয়া হবে। আর এটাই হলো علم البيان-এর مجاز مرسل।

الاستعارة التمثيليَّة

في "الرَّحْمٰن"

الاستعاره التمثيليَّة হলো : 'একটি هيئة مُنْتَزِعة (অনেকগুলো বিষয় থেকে অর্জিত বিষয়)-কে অপর একটি هيئة منتزعة-এর সাথে তুলনা করা'।

رحمٰن-এর ক্ষেত্রে استعارة تمثيليَّة-এর বিষয়টিও পাওয়া যায়।

এক্ষেত্রে প্রথম هيئة منتزعة হলো 'দুনিয়ার রাজা, প্রজা, প্রজাদের প্রতি রাজার দিল নরম হওয়া, সবশেষে প্রজাদেরকে মন খুলে দান করা'। এ বিষয়টির সাথে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের বান্দাদের প্রতি দয়া করাকে تشبيه দিয়েছেন নিজেকে رحمٰن বলে। কারণ, শব্দগতভাবেই رحمٰن শব্দটির ব্যবহার দিলওয়ালা মহাদাতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষেত্রে رحمٰن শব্দটির ব্যবহার حقيقة নয় বরং تشبيه।

এ تشبيه টা শুধুমাত্র وضاحة-এর জন্য, মান নির্ণয়ের জন্য নয়। অর্থাৎ উদ্দেশ্য হলো, معقولي বিষয়টিকে শ্রোতার সামনে محسوسي ভাবে উপস্থাপন করা। এর থেকে বেশি কিছু নয়। কেননা দুনিয়ার একজন সাধারণ তুচ্ছ রাজার দানের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার দানশীলতাকে কোনোভাবেই তুলনা দেওয়া যায় না।

(٣) بلاغة "الرحمٰن الرحيم"

الرحمٰن الرحيم-এর মাঝে علم البديع পাওয়া গেছে। علم البديع-এর محسِّنات معنويَّة-এর একটি প্রকার হলো إدماج (একটি অর্থের মাঝে গোপনে অন্য একটি অর্থকে প্রবেশ করানো)

রাসূল ﷺ-এর হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী "بسم الله" পাঠের একমাত্র উদ্দেশ্যে হলো, 'বরকত অর্জন করা'। কিন্তু বরকত অর্জন করার জন্য তো শুধুমাত্র "بسم الله" বলাই যথেষ্ট ছিল, "الرحمٰن الرحيم" বলার কী প্রয়োজন? সুতরাং আল্লাহর কাছে বরকত প্রার্থনার পাশাপাশি "الرحمٰن الرحيم" বলে গোপনে তাঁর প্রশংসা করাটাই হলো إدماج।

علم البلاغة দ্বারা বাস্তবেই যে কোরআনের আয়াত অনেক গভীর থেকে বোঝা যায়, তার উজ্জল দৃষ্টান্ত হলো আমাদের এসব আলোচনা।

خلاصة البحث

تضمّنت البسملة بكل أنواع من البلاغة (المعاني والبيان والبديع)

(١) **علم المعاني** : يعني تقديم ما حقّه التاخير في "بسم الله (أقرأ)"؛ حيث قدّم لفظ "الله" على الفعل العامل في "بسم الله"؛ ليطابق الكلام مقتضى الحال، وهو إمّا (١) اهتمام لفظ "الله" أو (٢) تعظيم الله تعالى أو (٣) التعريض بالمشركين.

(٢) **علم البيان : يعني المجاز المرسل** : في "الرحمن"؛ حيث أطلق السبب، ويراد به المسبّب؛ لأنّ الرحمن معناه الحقيقي "رقيق القلب"، والمراد "المعطي"؛ فيراد برقيق القلب "المعطي"، ورِقّة القلب سبب الإعطاء. وفيه الاستعارة التمثيليّة أيضا؛ حيث شبّه الهيئة المنتزعة من قصة إعطاء الله تعالى عباده بالهيئة المنتزعة من قصة إعطاء الملوك رعاياها. وهذا التّشبيه لتوضيح المقام فقط .

(٣) **علم البديع : يعني الإدماج من المحسّنات المعنويّة** : في "الرحمن الرحيم"؛ حيث أدخل حمد الله تعالى وثنائه جلّ وعلا في البسملة خفيّا، وإن كان المقصود الأصلي بالتسمية التبرّك بالله تعالى والاستعانة به جلّ وعلا، لا غير.